Contents

১৬শ বর্ষ/চতুর্থ সংখ্যা

বৈশাখ ১৩৭৭ বাং

তর্জুমানুল-হাদীছ

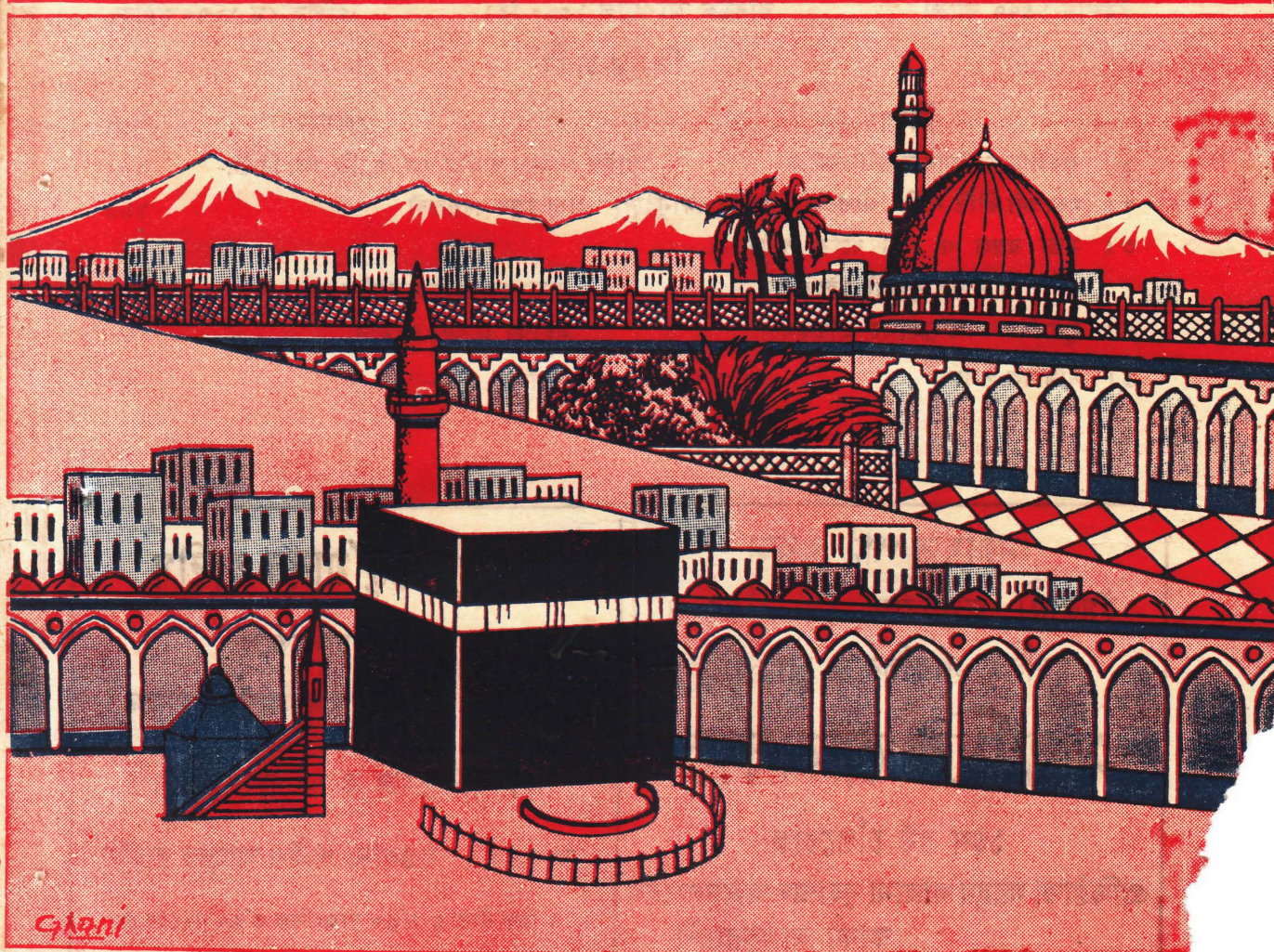

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি, এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

ষোড়শ বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা

বৈশাখ ১৩৭৭ বাংলা | রবিউল আওয়াল ১৩৯০ হিঃ | এপ্রিল-মে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ,

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি-টি,	১৪৫
২। মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	১৪৯
৩। সত্য রসূল ও সত্য ধর্মের পরিচয় (সহীহ বুখারী হইতে সঙ্কলন)	অধ্যাপক হাফিয আনীসুর রহমান	১৬১
৪। মুজাহিদ আন্দোলনের ইতিকথা	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	১৬৮
৫। সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	১৭৭

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকিব ও

মুসলিম সংস্কৃতির আস্তায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১৩শ বর্ষ চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৮'০০ ষান্মাষিক ঃ ৪'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার ঃ সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

১৬শ বর্ষ চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা ঃ মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ—মওলানা শাইখ আবদুর রাহীম

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৬'৫০ ষান্মাসিক ৩'৫০ বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়,

চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ

ম্যানেজার মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

ادارہ حمید حسین بن ظہیر الدین مرحوم ملا - مقام پانکا - پوسٹ ردھاکنت پور ضلع راجشاہی پاکستان

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

ষোড়শ বর্ষ	বৈশাখ ১৩৭৭ বংগাব্দ ; সফর-রবিউল আউয়াল ১৩৯০ হিঃ মে, ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ ;	চতুর্থ সংখ্যা

শাইখ আবদুর রাহীম এম·এ, বি·এল বি-টি, ফাযিল-দেওবন্দ

سورة الحاقة—সূরাহ আল্-হাক্কাহ

بسم الله الرحمن الرحيم

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দানকারী আল্লাহের নামে।

৩০। (বলা হইবে,) তোমরা উহাকে ধর এবং দুই হাতে হাতকড়া লাগাইয়া ঘাড়ের সহিত বাঁধিয়া ফেল। —— ٣٠- خذوه فغلوه ٥

৩১। তারপর 'জাহীম' জাহান্নামে তাহাকে নিক্ষেপ কর। —— ٣١- ثم الجحيم صلوه ٥

www.ahlehadeethbd.org

٣٢ - ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ٠

৩২। তাৎপর সত্তর হাত পরিমাপের শিকলে তাহাকে গাঁথিয়া ফেল।

৩০—৩২ : এই তিনটি আয়াতে যে আদেশগুলির উল্লেখ রহিয়াছে সেই আদেশগুলি আল্লাহ তা'আলা করিবেন জাহান্নাম পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী 'মালিক' ও তাঁহার সহকারীদিগকে।

سلسلة ذرعها سبعون ذراعا : সত্তর হাত পরিমাপের শিকলটি। এখানে সত্তর হাতের তাৎপর্য দুইভাবে গ্রহণ করা হয়। (এক) সত্তর শব্দটি দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায় না। 'সত্তর হাত' বলিয়া এখানে 'অত্যন্ত লম্বা' বুঝানো হইয়াছে। এই মতের অনুসারীগণ তাঁহাদের এই মতের সমর্থনে সূরাহ ৯ তাওবাহ : ৮০ নম্বর আয়াতটি পেশ করেন। ঐ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয়, "তুমি যদি মুনাফিকদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ কোনক্রমেই তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না" তাঁহারা বলিতে চান যে, ঐ আয়াতে যেমন 'সত্তর বার' বলিয়া 'অসংখ্য বার' বুঝানো হইয়াছে সেইরূপ এখানেও 'সত্তর হাত' বলিয়া 'অসংখ্য হাত' লম্বা অর্থাৎ 'অত্যন্ত' লম্বা বুঝানো হইয়াছে।

(দুই) 'সত্তর' শব্দটি দ্বারা উক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ শিকলটি সত্য সত্যই 'সত্তর' হাত লম্বা; তবে কোন্ হাতের বা কাহার হাতের 'সত্তর' হাত—তাহা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এই এই তাৎপর্যটির ভিত্তি হইতেছে হাকীকী (حقيقى) বা প্রত্যক্ষ অর্থ এবং এই তাৎপর্য গ্রহণে কোন বাধা না থাকায় ইহাই আমাদের মতে যুক্তিসঙ্গত তাৎপর্য। পক্ষান্তরে, প্রথম তাৎপর্যটি 'মাজাযী' বা পরোক্ষ অর্থের উপর স্থাপিত। আর উসূল শাস্ত্রের সর্বসম্মত একটি নীতি এই যে, কোন শব্দের প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ করা যখন অসম্ভব হইবে কেবলমাত্র তখনই পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা সিদ্ধ হইবে; নতুবা নহে। এখানে সত্তর শব্দটির প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব নয় বলিয়া 'সত্তর হাত' দ্বারা 'অত্যন্ত লম্বা' তাৎপর্য গ্রহণ করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। বাকী রহিল ৯ : ৮০ আয়াতটির কথা। ঐ আয়াতে 'সত্তর' শব্দটি দ্বারা 'নির্দিষ্ট' সংখ্যা বুঝানো ঐ আয়াতের মর্মের বিরোধী দেখা যায়। কেননা ঐ আয়াতে সত্তর বারের অর্থ যদি নির্দিষ্ট সংখ্যাটি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে উহার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে ৭১ বার বা ৭৫ বার অথবা ১০০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করা হইলে আল্লাহ ক্ষমা করিবেন। অথচ পরবর্তী বাক্য 'আল্লাহ তাহাদিগকে কোন ক্রমেই ক্ষমা করিবেন না' হইতে বুঝা যায় যে, শত বার, হাযার বার, লাখ বার ক্ষমা প্রার্থনা করা হইলেও তাহাদের জন্য ক্ষমা নাই। এই অনুষঙ্গের (قرينة) কারণে ঐ আয়াতে হাকীকী অর্থ পরিত্যাগ করিয়া মাজাযী অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই আয়াতে ঐ প্রকার কোন অনুষঙ্গ বর্তমান নাই বলিয়া এখানে 'সত্তর' শব্দটির প্রত্যক্ষ অর্থ পরিত্যাগ করা চলিবে না।

ফল কথা, শিকলটির পরিমাপ হইবে নির্দিষ্ট সত্তর হাত; কিন্তু ঐ হাতের পরিমাপ কত লম্বা হইবে তাহা আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

فى سلسلة.....فاسلكوه : তাহাকে শিকলে গাঁথিয়া ফেল।

এই ধরণের ভাব সাধারণতঃ দুই প্রকার বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে। যথা, 'আঙ্গুলে আংটি ঢুকাইলাম' ও 'আংটিতে আঙ্গুল ঢুকাইলাম' বলিয়া যেমন একই ভাব প্রকাশ করা হয় সেইরূপ 'মাথায় টুপি ঢুকাইলাম' ও 'টুপিতে মাথা ঢুকাইলাম' বলিয়া একই ভাব প্রকাশ করা হয়। ফুল, পুঁতি প্রভৃতির মালা গাঁথা সম্পর্কে সাধারণতঃ বলা হয় 'সুতায় ফুল গাঁথিলাম' অথচ প্রকৃতপক্ষে 'ফুলে সুতা ঢুকান হয়।' এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে অপরাধী ও শিকলের মধ্যে কোনটিকে সূতার স্থলে এবং কোনটিকে ফুল ও পুঁতির স্থলে ধরা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৩৩- اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۙ

৩৩। ইহা নিশ্চিত যে, সে অতীব মহান আল্লাহে বিশ্বাস রাখিত না।

৩৪- وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۭ

৩৪। এবং সে সহায় সম্বলহীন মিস্কীনের খাদ্য ব্যাপারে কাহাকেও উৎসাহ দিত না।

হইবে। এই কারণে এই আয়াত অংশটির দুই প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। হযরত ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, শিকলটিকে অপরাধীর গুহ্যদ্বার দিয়া প্রবেশ করানো হইবে এবং মুখ-গহ্বর দিয়া বাহির করিয়া আনিয়া তাহাকে কোঁকড়াইয়া তাহার মাথা ও পা একত্র করা হইবে। দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে শিকলের মধ্যে অপরাধীকে প্রবেশ করানো হইবে। অর্থাৎ শিকল দ্বারা অপরাধীকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া বাঁধা হইবে।

ثُمَّ : তারপর। ৩১ ও ৩২ আয়াতে 'সুম্মা' বলিয়া 'কালের পর্যায়ক্রম' বুঝানো হয় নাই। উহা দ্বারা একটি শাস্তির তুলনায় অপর শাস্তির কঠোরতা ও তীব্রতা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

৩৩—৩৪। পূর্বের আয়াতগুলিতে যে শাস্তির উল্লেখ করা হইল তাহা শুনিয়া শ্রোতার মনে স্বভাবতঃ প্রশ্ন জাগে যে, তাহাদিগকে এই কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে কেন? তাই এই আয়াত দুইটিতে ঐ শাস্তির কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে। ৩৩নং আয়াতে একটি কারণ ও ৩৪নং আয়াতে আর একটি কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম কারণটি এই যে, ঐ অপরাধী ব্যক্তিগণ অতীব মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান রাখিত না। দ্বিতীয় কারণটি এই যে, সহায় সম্বলহীনকে তাহারা নিজেরা তো খাদ্য দিতই না বরং খাদ্য দান করিবার জন্য অপর কাহাকেও উৎসাহিত করিত না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান না রাখার কারণে এবং আর্তের সেবা তথা জনকল্যাণকর কার্যে বাধা দেওয়ার জন্য তাহাদিগকে ঐ শাস্তি দেওয়া হইবে। ফল কথা, ঈমান ও নেক 'আমলই ঐ শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। এই আয়াত দুইটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আবুদ্ দার্দা' রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁহার স্ত্রীকে বলিতেন, "আমরা ঈমান আনিয়া অর্ধেক শৃংখল হইতে মুক্ত হইয়াছি। এখন মিসকীনদিগকে খাদ্য দান করিয়া বাকী অর্ধেক শৃংখল হইতে মুক্ত হইতে হইবে। অতএব, মিসকীনদিগকে খাদ্য দান উদ্দেশ্যে শুরুয়া বেশী করিও।"

عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ : মিসকীনের খাদ্য ব্যাপারে। 'তা'আম' শব্দের অর্থ 'খাদ্য'—ইহার অর্থ 'খাদ্য দান করা' নহে'। কাজেই এখানে 'তা'আম' শব্দের পূর্বে 'বায্‌ল্' (بَذْل : দান করা : শব্দটি উহ্য ধরিতে হইবে। অথবা

'তা'আম' এই ইস্‌মুল্‌-মাস্‌দার শব্দটিকে মাস্‌দার 'ইত্'আম' (اِطْعَام : খাদ্য দান করা) অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার একটি নযীর হইতেছে 'আতা' (عَطَاء) ইসমুল্‌-মাস্‌দার শব্দটি। ইহার অর্থ হইতেছে দান : gift. কিন্তু ইহা কখনো কখনো মাস্‌দার ই'তা' (اِعْطَاء : দান করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়।

لَا يَحُضُّ : উৎসাহ দিত না।

মিসকীনকে খাদ্য না দেওয়ার পাপের গুরুত্ব আয়াত দুইটিতে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমতঃ এই খাদ্য দানে উৎসাহ না-দেওয়াকে ঈমান-না-রাখার তথা কুফরের দোসররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মিসকীনকে খাদ্য দিবার জন্য উৎসাহ না দেওয়ার কারণে যখন এই কঠোর শাস্তি নির্ধারিত করা হইয়াছে তখন যে ব্যক্তি সঙ্গতি থাকিতেও মিসকীনকে খাদ্য দান করে না তাহার শাস্তি যে কত কঠোর ও তীব্র হইবে তাহা চিন্তাও করা যায় না।

www.ahlehadeethbd.org

٣٥ - فليس له اليوم ههنا حميم ۰

٣٦ - ولا طعام إلا من غسلين ۰

٣٧ - لا يأكله إلا الخاطئون ۰

৩৫। ফলে আজ এখানে তাহার কোন সাহায্যকারী বন্ধু নাই।

৩৬। এবং গিস্‌লীনের অংশবিশেষ ছাড়া তাহার অন্য কোন খাদ্য নাই।

৩৭। ঐ গিস্‌লীন কেবলমাত্র অপরাধীগণই খাইবে।

মিসকীনকে খাদ্য দান ব্যাপারে এই অপরাধীগণ দুন্‌য়াতে যে সব উক্তি করিত তাহার একটি সূরাহ ৩৬ য়াসীন : ৪৭ আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, তাহাদিগকে যখন বলা হয়, "আল্লাহ তোমাদিগকে যাহা কিছু রিয্‌ক দিয়াছেন তাহা হইতে কিছু দান-খায়রাতে ব্যয় কর", তখন ঐ কাফিরেরা মুমিনদের সম্পর্কে ব্যঙ্গ করিয়া বলে, "সে কি কথা! আল্লাহ ইচ্ছা করিলেই যাহাদিগকে খাওয়াইতে পারেন তাহাদিগকে আমরা খাওয়াইতে যাইব কেন?"

৩৪ নং আয়াত সম্পর্কিত একটি মাস্‌'আলাহ

আমরা সুন্নীরা স্বীকার করি যে, অমুমিনকে যেমন ঈমান-না-আনার জন্য শাস্তি দেওয়া হইবে সেইরূপ শারী'আতের অপর বিধানগুলি পালন না করার জন্যও শাস্তি দেওয়া হইবে। ইহার একটি দালীল হইতেছে এই ৩৪নং আয়াতটি। ইহা ছাড়া সূরাহ ৭৪ আল্‌ মুদ্দাস্‌সির : ৪২—৪৬ আয়াতেও ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। ঐ আয়াতগুলিতে বলা হয় যে, জান্নাতীগণ এক সময়ে জাহান্নামীদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, "তোমাদিগকে কিসে 'সাকার' জাহান্নামে লইয়া আসিয়াছে?" তখন জাহান্নামীগণ বলিবে, "আমরা নামায সম্পাদনকারীদের দলভুক্ত ছিলাম না। আমরা মিসকীনকে খাদ্য দিতাম না। আমরা বাজে বিষয় আলোচনাকারীদের সঙ্গে বাজে আলোচনায় ঢুকিয়া থাকিতাম। এবং আমরা প্রতিদান-দিবসের বাস্তবতা অবিশ্বাস করিতাম।" এই আয়াতগুলি হইতেও ইহাই প্রমাণিত হয় যে, অমুমিনদিগকে যেমন ঈমান না আনার জন্য শাস্তি দেওয়া হইবে সেইরূপ তাহাদিগকে শারী'আতের অপর বিধানগুলি পালন না করার জন্যও শাস্তি দেওয়া হইবে।

৩৬। غسلين (গিস্‌লীন) : জাহান্নামীদের শরীরের ক্ষতজনিত যখম হইতে নিঃসৃত পুঁজ, রক্ত ইত্যাদি প্রবাহিত তরল পদার্থবিশেষ।

طعام (তা'আম) : আহারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বস্তুকে তা'আম বলা হয়। প্রশ্ন উঠে, 'গিস্‌লীন' তো আহারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা কোন দ্রব্য নহে। তবে ইহাকে তা'আম বলা হইল কি করিয়া? ইহার উত্তর দুই ভাবে দেওয়া হয়। (এক) গিস্‌লীন প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামীদের আহারের জন্যই প্রস্তুত করা হইবে। এই হিসাবে ইহাকে তা'আম বলা হইয়াছে। (দুই) জাহান্নামীদের খাদ্যের স্থলে গিস্‌লীন পরিবেশন করা হইবে বলিয়া উহাকে তা'আম বলা সঙ্গত হইতেছে। ইহার নযীর হইতেছে,

تحية بينهم ضرب وجيع

"তাঁহাদের পরস্পরের অভিবাদন হইতেছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক আঘাত।" আঘাত দ্বারা কখনই অভিবাদন করা হয় না। কিন্তু তাহারা 'অভিবাদন' স্থলে 'আঘাত' করে বলিয়া এখানে আঘাতকে অভিবাদন বলা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

(১৪৫—২) حدثنا عباس بن محمد الدورى ثنا يحيى بن ابى بكير ثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت ابا امامة الباهلى يقول ماكان يفضل من اهل بيت رسول الله صلي الله عليه وسلم خبز الشعير.

(১৪৬—৩) حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى ثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالى المتتابعة طاويا هو واهله لايجدون عشاء وكان اكثر خبزهم خبز الشعير.

(১৪৫—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান আব্বাস ইব্নু মুহাম্মাদ আদ্-দূরী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান য়াহ্য়া ইব্নু আবূ বুকাইর তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান হারীয ইব্নু উসমান, তিনি রিওয়ায়াত করেন সুলাইম ইব্নু 'আমির হইতে, তিনি বলেন আমি আবূ উমামাহ আল্-বাহিলীকে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বাড়ীর লোকদের আহারের পরে যবের রুটিও উদ্বৃত্ত থাকিত না।

(১৪৬—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল্লাহ ইব্নু মু'আওিয়াহ আল্-জুমাহী (অর্থাৎ আল্-জুমাহ পর্বতের এলাকার বানূ নুমাইর গোত্রীয় অধিবাসী), তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সাবিত ইব্নু য়াযীদ, তিনি রিওয়ায়াত করেন হিলাল ইব্নু খাব্বাব হইতে, তিনি 'ইকরিমাহ হইতে, তিনি ইব্নু আব্বাস হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিজে এবং তাঁহার পরিবারের লোকেরা উপর্যুপরি কয়েক রাত্রি ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটাইতেন; তাঁহারা সন্ধ্যাকালীন বা নৈশ খাদ্য পাইতেন না। আর তাঁহাদের রুটির অধিকাংশই যবের রুটি ছিল।

(১৪৫-২) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্ফাহ : ৩।২৭২ পৃঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিবারের লোকদের সামনে যে পরিমাণ খাদ্য পরিবেশন করা হইত, তাহাতে তাঁহাদের পেট ভরিয়া খাওয়াই হইত না। কাজেই কোন খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকার কোন কথাই উঠিতে পারে না।

(১৪৬-৩) এই হাদীস ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্ফাহ : ৩।২৭২) বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সুনান ইবনু মাজাহ : ২৪৮ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(١٤٧—٤) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار ثنا ابوحازم عن سهل بن سعد انه قيل له اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقى يعني الحوارى فقال سهل ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقى حتى لقى الله تعالى - فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال ما كانت لنا مناخل - فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه ٠

(১৪৭—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান অবদুল্লাহ ইব্নু আবদুর রাহমান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান উবাইদুল্লাহ ইব্নু আবদুল মাজীদ আল্-হানাফী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুর রাহমান—আর তিনি হইতেছেন আবদুল্লাহ ইব্নু দীনারের পুত্র, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ হাযিম, তিনি রিওয়ায়াত করেন সাহ্ল ইব্নু সা'দ হইতে—তাঁহাকে বলা হয় : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি 'আন্নাকী' অর্থাৎ ময়দা খাইয়াছিলেন ? তাহাতে স'হ্ল্ বলেন, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ময়দা দেখেনই নাই। এই অবস্থাতেই তিনি আল্লাহের সহিত মিলিত হন।" অনন্তর তাঁহাকে বলা হইল : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যামানাতে আপনাদের কি কোন চালুনি ছিল ? তিনি বলেন, "আমাদের কোন চালুনি ছিল না।" তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় : তবে যবের আটা কি ভাবে আপনারা ব্যবহার করিতেন ? তিনি বলেন, "আমরা উহাতে ফুঁ দিতে থাকিতাম এবং ওলট পালট করিতে থাকিতাম)। তাহাতে উহার মধ্য হইতে যাহা উড়িবার হইত তাহা উড়িয়া যাইত। তরপর আমরা উহা পানি দিয়া ছানিতাম।"

(১৪৭-৪) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থে (তুহ্ফাহ : ৩/২৭৭) বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সাহীহ বুখারী : ৮১৪, ৮১৪-২ পৃষ্ঠায় এবং ইবনু মাজাহ : ২৪৭ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হইয়াছে।

الحنفي : বানূ হানীফা'হ্ গোত্রীয়। বানূ হানীফাহ্ গোত্রটি মূল রাবী'আহ গোত্রের একটি শাখা-গোত্র ছিল।

www.ahlehadeethbd.org

(১৪৮—৫) حدثنا محمد بن بشار انا معاذ بن هشام قال ثنى ابى عن يونس عن قتادة عن انس بن مالك قال ما اكل نبى الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا فى سكرجة ولا خبز له مرقق - قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون ؟ قال على هذه السفر قال محمد بن بشار يونس هذا الذى روى عن قتادة هو يونس الاسكاف -

(১৪৮—৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নু বাশ্শার। তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান মু'আয ইব্নু হিশাম। তিনি বলেন আমাকে হাদীস শোনান আমার পিতা। তিনি রিওায়াত করেন য়ূনুস হইতে, তিনি কাতাদাহ হইতে। তিনি আনাস ইব্নু মালিক হইতে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (টুল, টেবিল প্রভৃতি) কোন উঁচ স্থানে খাদ্য রাখিয়া আহার করেন নাই ; তিনি (চটনি, আচার ব্যবহারোপযোগী) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটি-পিরিচেও খান নাই এবং তাঁহার জন্য কোন 'মুরাক্কাক' রুটিও তৈয়ার করা হয় নাই। রাবী য়ূনুস বলেন, তখন আমি কাতাদাকে বলি : তাহা হইলে তাঁহারা রুটি কিসের উপর রাখিয়া খাইতেন ? তিনি বলেন, "এই সব (চামড়ার) দস্তরখানের উপর রাখিয়া।"

মুহাম্মাদ ইব্নু বাশ্শার বলেন, এই য়ূনুস যিনি কাতাদাহ হইতে রিওায়াত করেন তিনি হইতেছেন চামড়ার মাযা প্রস্তুতকারী য়ূনুস।

اكل : তিনি খাইয়াছেন কি ? এখানে প্রশ্নবোধক 'আ' উহ্য রহিয়াছে। কোন কোন প্রতিলিপিতে এই 'আ' পাওয়া যায়।

النقى : চালুনি দ্বারা বারংবার চালিয়া পরিষ্কৃত আটা অর্থাৎ ময়দা।

صناخل : 'মুনখুল' শব্দের বহুবচন। ব্যাকরণমতে 'মিফ্'আল' পরিমাপে ইস্মু আলাহ হওয়ার কারণে 'মিন্খাল্' হওয়ার কথা ; কিন্তু এই শব্দটি উহার ব্যতিক্রম। ইহার অর্থ 'চালিবার যন্ত্র' অর্থাৎ 'চালুনি।'

كيف...بالشعير : তবে আপনারা যবের আটা কি ভাবে ব্যবহার করিতেন ? গমের আটার ভুঁষি নরম হয় বলিয়া উহা না চালিয়াও উহার রুটি খাইতে বিশেষ বাধে না। কিন্তু যবের ভুঁষি শক্ত ও চোখা হয় বলিয়া ভুঁষিশুদ্ধ যবের আটার রুটি গলা দিয়া সহজে নামিতে চায় না। এই কারণে এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল।

এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, চালুনি ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নাতের খিলাফ। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য যেহেতু খাদ্যকে উপাদেয় করা এবং খাদ্যকে উপাদেয় করা যেহেতু মুবাহ্, কাজেই চালুনি দিয়া আটা ব্যবহার করা মুবাহ হইবে' যদি না এই ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়।

(১৪৮-৫) হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার 'জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ : ৩।৭২) বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সাহীহ বুখারী : ৮১১ ও ৮১৫ পৃষ্ঠায় এবং ইবনু মাজাহ : ২৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

خوان : ফারসী শব্দ। পারস্যের আমীর ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা টুল-টেবিল জাতীয় এক প্রকার আধারের উপরে খাদ্য রাখিয়া খাইত। ঐ আধারকে ফারসী ভাষায় খেওান বা খান (خوان) বলা হইত। ঐ আধারটি ছোট হইলে তাহাকে খেওানচাহ্ বা খানচা অর্থাৎ ছোট খেওান বলা হয়।—লুগাত কিশ্‌ওারী। আহার গ্রহণের সময় যাহাতে ঝুঁকিতে না হয় এই উদ্দেশ্যে পারস্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা অহংকার ভরে ঐ ভাবে আহার গ্রহণ করিত। বর্তমানে টুল-চেয়ার-বেঞ্চে বসিয়া টেবিলের উপরে খাদ্যাদি রাখিয়া আহার করার রীতিটি ঐ পারস্য ঐতিহ্যেরই অনুকরণ। মাটিতে মাদুর-পাটির উপরে পদতলের উপর ভর দিয়া হাঁটু খাড়া রাখিয়া উবু হইয়া সুন্নাতী রীতি অনুযায়ী আহার গ্রহণের প্রতি অন্তরে তাচ্ছিল্য ভাব পোষণ করিয়া চেয়ার টেবিলে খাওয়া নিশ্চিত ভাবে পাপ হইবে। বিশেষতঃ বর্তমান কালে শহুরে ঐতিহ্যের ব্যতিক্রম করিয়া সুন্নাতী পদ্ধতিতে বসিয়া খাওয়া ও খাওয়ান নিশ্চিত ভাবে 'রাসূলের একটি মৃত সুন্নাতকে জীবিত ও চালু করার' শামিল হইবে। অনিবার্য কারণ বশতঃ টুল টেবিলে খাইতে বাধ্য হইলে অন্ততঃ পক্ষে জুতা খুলিয়া রাখিয়া খাওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে।

سكرجه (সুকুর্‌রুজাহ) ফারসী ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্রকে বলা হয়। যথা, নুন্‌দান, সিরকাদান, চাটনির বাটি, আচারের পিরিচ, সালাদের পিরিচ ইত্যাদি ক্ষুধা ও রুচিবর্ধক উপকরণ সমূহ রাখিবার পাত্র। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যেহেতু নিজে পেট ভরিয়া খাইবার বিরোধী ছিলেন এবং উম্মাতকেও পেট ভরিয়া খাইতে নিষেধ করেন, কাজেই পরিতৃপ্ত ভোজনের উপকরণের কোন কথাই উঠিতে পারে না।

ولا خبز لـه مرقق : এবং তাঁহার জন্য কোন 'মরাক্কাক' রুটিও তৈয়ার করা হয় নাই। 'মুরাক্কাক' শব্দের অর্থ হইতেছে, 'নরম করিয়া তৈয়ারী।' কাজেই ইহার তাৎপর্য হইতেছে, 'লুচি-পরেটা' ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম গমের আচালা আটার রুটি খাইয়াছিলেন, কিন্তু গমের চালা আটার অথবা ময়দার কোন রুটি খান নাই। আর গমের আচালা আটার 'নরম রুটি' প্রস্তুত করাই অসম্ভব বলিয়া তাঁহার লুচি পরেটা খাওয়ার প্রশ্নই উঠেনা। সুনান ইবনু মাজাহ : ২৪৭ পৃষ্ঠায় উম্মু আয়মান রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন যে, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্য রুটি বানাইবার উদ্দেশ্যে কিছু আটা চালিয়া পরিষ্কার করেন। তাহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন "ইহা কী?" উম্মু আয়মান বলেন : আমরা আমাদের দেশে ইহা করি। কাজেই আমার আগ্রহ হইল যে, আপনার জন্য ইহার রুটি প্রস্তুত করিব। তখন তিনি বলিলেন, এই ভুঁষি ঐ আটায় মিশাইয়া দাও; তারপর উহা ছানিয়া লও।"

এই সুন্নাত পালন সম্পর্কে বিখ্যাত বুযুর্গ খাজা বাহাউদ্দীন নাক্‌শ্‌বান্দের একটি ঘটনা সুনান ইবনু মাজাহ গ্রন্থে ঐ হাদীসের টীকায় বর্ণনা করা হইয়াছে। ঘটনাটি এই—

উক্ত খাজা নাক্‌শ্‌বান্দ এই সুন্নাতের উপর আমল করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বাড়ীর লোকদেরে আচালা আটার রুটি প্রস্তুত করিবার জন্য নির্দেশ দেন। অনন্তর কয়েক দিন আচালা আটার রুটি খাইয়া তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের লোকদের পেটবেদনা শুরু হয়। তাহাতে খাজা সাহেব বলেন : "সুন্নাত পুরাপুরি ভাবে পালন করার ক্ষমতা আমাদের নাই বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাঁহার অনুসরণ করার দৃঢ় সংকল্প করিতে গিয়া ধৃষ্টতাই দেখাইয়াছি এবং প্রকৃত আদাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছি।"

খাজা সাহেবের আচরণ ও উক্তির তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মুসলিমকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রত্যেকটি সুন্নাত পালন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। বারংবার চেষ্টা করিয়া যদি উহা পালন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব প্রমাণিত হয় তবে সে উহা না করিলেও চলিবে; কিন্তু তাহার অন্তর তাহা প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না।

www.ahlehadeethbd.org

(١٤٩-٦) حدثنا احمد بن منيع ثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما اشبع من طعام فاشاء ان ابكي الا بكيت . قال : قلت لم ؟ قالت :

(১৪৯—৬) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহমাদ ইবনু মানী' তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আব্বাদ ইবনু 'আব্বাদ আল্ মুহাল্লাবী, তিনি রিওয়ায়াত করেন মুজালিদ হইতে তিনি শা'বী হইতে, তিনি মাসরূক হইতে তিনি বলেন : একদা আমি 'আয়িশাহ্ এর নিকট গেলে তিনি (বাড়ীর লোকজনকে) আমার জন্য খাবার আনিতে বলেন এবং এই কথা বলেন, "আমি যদি কোন সময় পরিতৃপ্ত হইয়া কোন খাদ্য খাই তবে আমার কাঁদিবার ইচ্ছা হয় এবং সত্য সত্যই আমি কাঁদিয়া ফেলি"

على ما : কিসের উপর ? জিজ্ঞাসাবোধক এই 'মা' ইস্মটি বহুল প্রচলিত হওয়ার কারণে ইহার পূর্বে

لِ، عَنْ، فِيْ، مِنْ، عَلَى، حَتَّى

এই 'হারূফ জারূর গুলি' আসিলে 'মা' শব্দটির 'আলিফ' অক্ষরটি না লেখাই সাধারণ নিয়ম। সূরাহ্ সফ্ফ ৬১ : ২ لم ; সূরাহ নাবা' ৭৮ : ১ عم, সূরাহ নাযি'আত ৭৯ : ৪৩ فيم এবং সূরাহ তারিক ৮৬ : ৫ مم এই চারি ক্ষেত্রে উভয় মিলিয়া এক শব্দরূপে লিখিত হয়।

বাকী দুই অবস্থায় অর্থাৎ على ও حتى এর সহিত মিলিত হওয়া কালে على ও حتى নিজ নিজ আকৃতিতে লিখিত না হইয়া علا ও حتا আকারে লিখিত হইবে। যথা, 'علام، حتام'।

السفر : আস্ সুফার। ইহার একবচন আস্সুফ্রাহ। গোল করিয়া কাটা চামড়াবিশেষ। ইহাতে কতকগুলি আঁকড়া লাগানো থাকে যাহার ফলে ইহাকে অবস্থাবিশেষে প্রসারিত অথবা সংকুচিত করা সম্ভব হয়। ইহার উপরে খাদ্য রাখিয়া খাওয়া হয়। সুফ্রাহ শব্দের মূল অর্থ 'যাহা শূন্য করা হয়'। দস্তরখানে রাখা খাদ্য খাইয়া নিঃশেষ করা হয় বলিয়া দস্তরখানকে সুফ্রাহ বলা হয়। মা'ইদাহ শব্দের অর্থ 'যাহাকে প্রসারিত করা হয়। দস্তরখানকে প্রসারিত করা হয় বলিয়া উহাকে মা'ইদাহও বলা হয়।

يونس هذا... : কাতাদাহ হইতে এক জন য়ুনুসই রিওয়ায়াত করেন এবং তিনি হইতেছেন চামড়ার মোযা প্রস্তুতকারী য়ুনুস। তিনি নির্ভরযোগ্য 'সিকাহ' রাবী। শামায়িল গ্রন্থে তাঁহার এই একটি মাত্র হাদীসই বর্ণিত হইয়াছে।

(১৪৯—৬) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্ফাহ : ৩—২৭২) বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীসটির অর্থ এই যে, হযরত আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অফাতের পরে যখনই পেট ভরিয়া খাইতেন তখনই তাঁহার কান্না আসিত। এই কান্নার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শুধু গোশ্ত দ্বারা অথবা শুধু রুটি দ্বারা অথবা গোশ্ত রুটি দুইয়ে মিলাইয়া

www.ahlehadeethbd.org

اذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا - والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد •

(১৫০—৭) حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابوداود قال حدثنا شعبة عن ابي اسحق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود بن يزيد عن عائشة قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض •

মাসরুক বলেন, আমি বলিলাম, "কেন কাঁদেন ?" তিনি বলেন, "তখন আমার মনে পড়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঐ অবস্থার কথা যে অবস্থায় তিনি এই দুনিয়া ছাড়িয়া যান। আল্লাহের কসম, তিনি কোন দিনই দুই বার পেট ভরিয়া গোশ্‌ত রুটি খান নাই।

(১৫০—৭) আমাদিগকে হাদীস শোনান মাহমূদ ইবনু গাইলান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ দাউদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান শু'বাহ, তিনি রিওয়ায়ত করেন আবূ ইসহাক হইতে, তিনি বলেন আমি আবদুর রহমান ইবনু য়াযীদকে হাদীস বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি, তিনি রিওয়ায়াত করেন আল্‌-আসওয়াদ ইবনু য়াযীদ হইতে, তিনি আয়শাহ রাঃ হইতে, তিনি বলেন : মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লওয়া পর্যন্ত তিনি যবের রুটি উপর্যুপরি দুই দিনও পেট ভরিয়া খান নাই।

কোন দিনই দুই বার পেট ভরিয়া খান নাই। তাঁহার এই সুন্নাত পালন করিতে অক্ষম হওয়ার কারণে তিনি কাঁদিতেন। আরও পেট ভরিয়া খাওয়া যদি ভাল কাজ হইত তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ইচ্ছাপূর্বক পেট ভরিয়া খাওয়া পরিত্যাগ করিতেন না। এই ভরিয়া তিনি কোন দিন পেট ভরিয়া খাইয়া ফেলিলে কাঁদিতেন। ইহার তাৎপর্য এই নয় যে তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অর্ধাহারের কারণে আফসোস করিয়া কাঁদিতেন। কারণ উহার জন্য আফসোসের কিছুই ছিল না; কেননা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উহা তো খুশী মনে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছিলেন।

(১৫০—৭) এই হাদীস ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ : ৩ | ২৭২) বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীস এবং এই অধ্যায়ের প্রথম হাদীস একই। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য প্রথম হাদীসটির টীকা দ্রষ্টব্য।

www.ahlehadeethbd.org

(১৫১—৮) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ثنا عبد الله بن عمرو ابو معمر ثنا عبد الوارث عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن انس قال: ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا اكل خبزا مرققا حتى مات.

(১৫১—৮) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র্ আবূ মা'মার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল ওয়ারিস, তিনি রিওয়ায়াত করেন সা'ঈদ ইবনু আবূ 'আরূবাহ হইতে, তিনি কাতাদাহ হইতে, তিনি আনাস হইতে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (টুল, টেবিল প্রভৃতি) কোন উঁচু স্থানে খাদ্য রাখিয়া আহার করেন নাই এবং নরম (অর্থাৎ ময়দার তৈয়ারী) রুটিও খান নাই। এইভাবেই তাঁহার অফাত হয়।

(১৫১—৮) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্ফাহ : ৩।২৭২-৩) সন্নিবিষ্ট করেন। তাহা ছাড়া ইহা সহীহ বুখারী : ৮১১ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অর্ধাহারে ও অনাহারে জীবন যাপন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হিজরাত করিয়া মাদীনা পৌঁছিবার পরে দুই এক বৎসর তাঁহার খাদ্যাভাব ছিল। কিন্তু ইহা মোটেই সত্য বা ঠিক নহে। ইহা বাস্তব সত্য যে, মাদীনার আনসার নিজেদের সম্পত্তির অর্ধেক তাহাদের মুহাজির ভাইদিগকে দিতে প্রস্তুত ও আগ্রহান্বিত ছিলেন, এমন কি আনসারের কেহ কেহ নিজ দুই স্ত্রীর একজনকে তালাক দিয়া মুহাজির ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ করাইবার প্রস্তাব পর্যন্তও দিয়াছিলেন। এমত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খাদ্য কষ্টের কথা কল্পনাও করা যায় না। বস্তুতঃ মাদীনা পৌঁছিবার পরে স্বাভাবিকভাবে তাঁহার কোন দিনই খাদ্যাভাব হয় নাই। তাঁহার খাদ্যাভাব ছিল কৃত্রিম, তাঁহার ইচ্ছাকৃত। অধিকন্তু তিনি তাঁহার অনাহারে থাকার কথা কাহাকেও জানিতে দিতেন না—ইল্লা মা শা'আল্লাহ। তিনি অনাহারে ও অর্ধাহারে থাকিতে পসন্দ করিতেন বলিয়াই স্বয়ং খাদ্যাভাবের ব্যবস্থা করিতেন। এখানে একটি হাদীস বর্ণনা করা বিশেষ সঙ্গত হইবে। হাদীসটি এই—

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, আবূ উমামাহ রাঃ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "একদা আমার রাব্ব আমাকে বলেন যে, আমি যদি চাই তাহা হইলে আমার জন্য মাক্কার বাত্হা' ময়দানকে তিনি স্বর্ণে পরিণত করিবেন।" তাহাতে আমি বলি : না, না, হে আমার রাব্ব, আমি তাহা চাহি না। বরং আমি এই চাই যে, আমি যেন এক দিন পেট ভরিয়া খাইতে পাই এবং এক দিন ক্ষুধার্ত থাকি। ফলে আমি যেই দিন ক্ষুধার্ত থাকিব সেই দিন তোমার দারবারে কান্নাকাটি করিব এবং তোমার যিক্র করিব; আর যেই দিন পেট ভরিয়া খাইব সেই দিন তোমার প্রশংসা ও শুকরগুযারী করিব।—তুহ্ফাহ : ৩।২৭০।

নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্বভাবই ছিল অনাহারে অর্ধাহারে জীবন যাপন করা। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অসল্লামের উম্মাতের মধ্যেও এমন বহু বুযুর্গ ছিলেন এবং এখনও আছেন যাঁহারা তাঁহার ঐ আখলাকের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। এক জন বুযুর্গের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা অবান্তর হইবে না।

কোন এক বুযুর্গ, তাঁহার স্ত্রীসহ অনাহারে থাকা অভ্যাস করেন এবং মাঝে মাঝে খাদ্যাভাব ও অনাহারে থাকিতে না পাইলে অশান্তি অনুভব করিতেন। একদা ঐ বুযুর্গের অনুপস্থিতিতে তাঁহার শাইখ তাঁহার বাড়ী আসেন সেই দিন বুযুর্গের ঘরে খাবার কিছুই ছিল না। অগত্যা তাঁহার স্ত্রী পাড়া প্রতেবেশীদের নিকট হইতে কিছু খাদ্যশস্য ধারে লইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হয়। বাড়ীর লোকের পেরেশান অবস্থায় ঘর বাহির হওয়া দেখিয়া শাইখ বুঝিতে পারিলেন যে, বাড়ীতে খাবার নাই। তখন তিনি কিছু মুদ্রা ঐ বাড়ীর লোককে দিয়া বলিলেন, "ইহা দিয়া খাদ্য শস্য কিনিয়া আন।" তারপর তিনি একটি কাগজে দুআ লিখিয়া উহা ভাঁজ করিলেন এবং ঐ খাদ্যশস্যের মধ্যে উহা রাখিতে বলিলেন। তারপর ঐ শাইখ চলিয়া গেলেন।

কয়েক দিন পর ঐ বুযুর্গ বাড়ী আসিলেন। তার পর দুই বেলা খাদ্য পাইতে থাকিলেন। এক দিন তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "ব্যাপার কি! কোথা হইতে প্রত্যহ খাদ্য আসিতেছে?" স্ত্রী তখন ঐ শাইখের আগমণ মুদ্রা দান ও উহা দিয়া শস্য ক্রয়ের কথা এবং তাঁহার দেওয়া লিখিত দু'আটির কথা বলে। বুযুর্গ তখন ঐ দুআসহ শস্য তাঁহার নিকট আনান। তারপর বলেন, "শাইখের লিখিত দু'আ রাখিবার স্থান হইতেছে আমার মাথা। খাদ্য শস্য উহার উপযুক্ত স্থান নয়।" এই বলিয়া তিনি ঐ দু'আটি ঐ শস্য হইতে সরাইয়া লইলেন এবং ঐ খাদ্য শস্য সম্পূর্ণই বিলাইয়া দিয়া অনাহারে আনন্দ ও লাযযাত ভোগ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। বর্তমান যুগের পেটুক লোকে অনাহারের মর্যাদা কি বুঝিবে! এখনও বহু সাধারণ মুত্তাকী পারহেযগার লোক এমন আছেন যাঁহারা নিরুপদ্রব নিরোগ অবস্থায় কিছুকালও থাকিতে ভালবাসেন না। তাঁহারা মাঝে মাঝে অসুখ বিসুখ বা দুঃখকষ্টে না পড়িলেই অশান্তি অনুভব করেন। শাইখ সা'দীর একটি উক্তি উধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। তাহা এই—আহার হইতেছে বাঁচিয়া থাকার জন্য বাঁচিয়া থাকা আহারের জন্য নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ صِفَةِ اِدَامِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সালন-ব্যঞ্জনের বিবরণ সম্বলিত হাদীসসমূহ *

---

* শামায়িলের কোন কোন প্রতিলিপিতে এই শিরোনামার শেষে দেখা যায় যে, وما اكل من الالوان 'আর তিনি যে সব বিভিন্ন খাদ্য খাইয়াছেন' (সে সম্পর্কে হাদীসসমূহ) যোগ করা হইয়াছে।

ادام : সালন, ব্যঞ্জন। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেরই মূল প্রধান খাদ্য হইতেছে ভাত অথবা রুটি। শুধু এই মূল খাদ্য গ্রহণ করিতে থাকিলে মানুষের শরীরে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বহু বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। এই কারণে মূল খাদ্যের ক্ষতিকর উপাদানকে শোধন করিয়া উহাকে স্বাস্থ্যের অনুকূল করিবার উদ্দেশ্যে উহার প্রতিক্রিয়া-নাশক (মুসলিহ; ইহারই দেশী রূপ 'মসলা') বহু বস্তুযোগে উহা গ্রহণ করা হয়। এই প্রতিক্রিয়ানাশক বস্তুগুলিকে বলা হয় 'ইদাম', 'সালন', ব্যঞ্জন ইত্যাদি। কতকগুলি ইদামের নাম এই—

তেল-ঘি, মাছ-গোশত-ডা'ল, শাক-সব্জী, তরী-তরকারী, লবণ মরিচ, পেঁয়াজ-রসুন, হলুদ-আদা, গোলমরিচ-জিরা, ধনে-রাঁধুনি, লবঙ্গ-এলাচ দারুচিনি ইত্যাদি।

www.ahlehadeethbd.org

(١٥٢—١) حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قالا ثنا يحيى بن حسان ثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم أو الإدام الخل

(১৫২—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইবনু সাহ্‌ল ইবনু 'আস্কার এবং আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রাহমান, তাঁহারা বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান য়াহ্‌য়া ইবনু হাস্সান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সুলাইমান ইবনু বিলাল, তিনি রিওয়ায়াত করেন হিশাম ইবনু 'উর্ওয়াহ হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'সির্কা কত উত্তম ইদাম' (ব্যঞ্জন)।'

আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রাহমান (ইমাম দারিমী) তাঁহার হাদীসে বলেন, সির্কা কত উত্তম 'ইদাম' অথবা 'উদম' বা ব্যঞ্জন।

(১৫২—১) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থে (তুহফাহ: ৩/৯৯) বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সাহীহ মুসলিম: ২।১৮২ এবং সুনান ইব্নু মাজাহ: ২৪৬ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে

হযরত 'আয়িশা রাঃ বর্ণিত এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যে বাণী উল্লেখ করা হইয়াছে সেই বাণীই এই অধ্যায়ের তৃতীয় হাদীসে হযরত জাবির রাঃ বর্ণিত হাদীসেও উক্ত হইয়াছে।

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বর্ণিত এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার দুই শাইখ হইতে একই সানাদযোগে বর্ণনা করেন। তিনি দেখান যে, হাদীসের বচন সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। একজন নিশ্চিতভাবে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম 'ইদাম' শব্দ বলিয়াছিলেন। অপর জন শব্দটি নিশ্চিতভাবে বলিতে পারেন নাই। তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম 'ইদাম' বলিয়াছিলেন, কি 'উদ্‌ম' বলিয়াছিলেন তাহা তিনি সঠিকভাবে বলিতে পারেন না। তবে তাঁহার মতে ইহা নিশ্চিত যে, তিনি এই দুইটি শব্দের একটি বলিয়াছিলেন।

ادام ، ادم : 'ইদাম' ও 'উদ্‌ম' উভয়ের অর্থ একই এবং উভয় শব্দই একবচন। বস্তুতঃ 'উদ্‌ম' (দালে পেশ) শব্দ হইতেছে 'ইদাম' শব্দের বহুবচন।

www.ahlehadeethbd.org

(١٥٣—٢) حدثنا قتيبة ثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول الستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملا بطنه ۔

(١٥٤—٣) حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعى ثنا معاوية بن هشام عن

(১৫৩—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবুল-আহ্ওয়াস, তিনি রিওয়ায়াত করেন সিমাক ইবনু হার্ব্ হইতে, তিনি বলেন আমি নু'মান ইবনু বাশীরকে বলিতে শুনিয়াছি, "তোমরা পানাহার ব্যাপারে যাহা ইচ্ছা কর তাহাই কি গ্রহণ করিতেছ না? (নিশ্চয় করিতেছ) অথচ (আল্লাহের কসম) আমি তোমাদের নাবীকে এমন অবস্থায় দেখিয়াছি যে, তিনি নিম্ন মানের খর্জুরও এত পরিমাণ পান নাই যাহাতে তাঁহার পেট ভরে।"

(১৫৪—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান খুযা'আহ বংশীয় 'আবদাহ ইবনু আবদুল্লাহ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মু'আবিয়াহ ইবনু হিশাম, তিনি রিওয়ায়াত করেন সুফ্য়ান হইতে,

(১৫৩—২) এই হাদীসটি সাহীহ মুসলিম : ২।৪১০ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

النعمان بن بشير : এই নু'মান ও তাঁহার পিতা উভয়েই সাহাবী ছিলেন এবং নু'মানের মাতাও সাহাবীয়াহ ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে যখন সাহাবী ও তাবি'ঈগণ প্রচুর খাদ্যের মালিক হন এবং চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খাদ্যাদি গ্রহণ করিতে থাকেন তখন তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া সাহাবী নু'মান এই কথা বলেন।

نبيكم : **তোমাদের নাবীকে**। 'রাসূলুল্লাহ' অথবা 'নাবী' না বলিয়া 'তোমাদের নাবী' বলার মধ্যে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ নিহিত রহিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার খাদ্য ও তোমাদের খাদ্যের মধ্যে যখন এত তফাৎ তখন তোমরা কোন্ মুখে তাঁহাকে 'তোমাদের নাবী' বলিয়া গৌরব বোধ কর এবং কোন্ মুখেই বা তোমরা নিজেদেরে তাঁহার অনুসরণকারী বলিয়া দাবী কর?

এই হাদীসটি সাকনের পর্যায়ে পড়ে না। ইহা 'রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যে সব বিভিন্ন খাদ্য খাইয়াছেন' শিরোনামার আওতায় পড়ে।

(১৫৪—৩) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ : ৩।৯৫-৬) বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সাহীহ মুসলিম : ২।৮২, সুনান আবুদাউদ : ২।১৭৯, সুনান ইবনু মাজাহ : ২৪৬ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم الادام الخل ٠

তিনি মুহারিব ইবনু দিসার হইতে, তিনি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, 'সিরকা কত উত্তম 'ইদাম' বা ব্যঞ্জন।

'সিরকা একটি উত্তম ব্যঞ্জন'—এই মর্মে ইমাম তিরমিযী তাঁহার এই শামায়িল গ্রন্থের এই অধ্যায়ে চারটি (কিন্তু মূলতঃ তিনটি) হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম ও ২২ নং হাদীস বর্ণিত হইয়াছে হযরত আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার যবানী; তৃতীয় হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাঃ এর যবানী এবং ২৩নং হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে হযরত উম্মু হানি' রাযিয়াল্লাহু আনহার যবানী। এই হাদীসগুলির মধ্যে এই অধ্যায়ে কেবলমাত্র ৩নং হাদীসে আনুষঙ্গিক একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। তারপর, এই তৃতীয় হাদীসটিতে এখানে সংক্ষেপ করণের উদ্দেশ্যে কোন আনুষঙ্গিক ঘটনা উল্লেখ করা না হইলেও বস্তুতঃ উহার সহিতও একটি আনুষঙ্গিক ঘটনা যুক্ত রহিয়াছে। ঘটনাটি সাহীহ মুসলিম : ২।১৮২ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন সানাদে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই—

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাঃ বলেন, একদা আমি কোন এক বাড়িতে বসিয়াছিলাম। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমার নিকট দিয়া যাইবার সময় আমাকে ইশারা যোগে ডাকিলে আমি তাঁহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম। তখন তিনি আমার হাত ধরিলেন। তারপর আমরা চলিতে চলিতে তাঁহার কোন স্ত্রীর বাড়ি আসিলাম। অনন্তর তিনি ভিতরে গেলেন। তারপর তিনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি অন্দর মহলে প্রবেশ করিলাম। তখন তিনি বাড়ীর লোকজনকে বলিলেন, "পূর্বাহ্নে আহারের উপযোগী কোন খাদ্য আছে কি?" তাহারা বলিল, "হাঁ।" অনন্তর তিন চাকতি রুটি আনা হইল এবং উহা খেজুর পাতার তৈয়ারী একটি দস্তরখানের উপর রাখা হইল। তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একটি রুটি উঠাইয়া লইয়া নিজের সামনে রাখিলেন এবং আর একটি রুটি লইয়া আমার সামনে রাখিলেন। তারপর তৃতীয়টি লইয়া উহা দুই টুকরা করিলেন এবং উহার অর্ধেক নিজের সামনে এবং অর্ধেক আমার সামনে রাখিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, "কোন সালন আছে কি?" তাহারা বলিল, "সামান্য সিরকা ছাড়া আর কিছুই নাই।" তখন তিনি বলিলেন, "উহা আন। কেননা সিরকা কি উত্তম ব্যঞ্জন!"

সাহাবী জাবির বলেন, আমি যখন এই কথা আল্লাহের নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মুখে শুনিলাম তখন হইতে আমি সিরকা খাইতে ভালবাসি। সাহাবী জাবিরের এক শিষ্য তালক্বাহ ইবনু নাফি' বলেন, আমি যখন জাবিরকে এই হাদীস বলিতে শুনিয়াছি তখন হইতে আমি সিরকা খাইতে পসন্দ করিয়া আসিতেছি।

এই অধ্যায়ের ২৩ নং হাদীসেও আনুষঙ্গিক একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই—

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চাচাত বোন হযরত উম্মু হানি' বলেন, একদা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমার নিকট আসিয়া বলেন, "তোমার কাছে কি কিছু খাবার আছে?" আমি বলিলাম, "শুকনা (অর্থাৎ বাসি) রুটি ও সিরকা ছাড়া আর কিছু নাই।" তাহাতে তিনি বলিলেন, 'আন। যে ঘরে সিরকা থাকে সে ঘরে সালনের অভাব নাই।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তারপর, ইমাম তিরমিযী বর্ণিত হযরত 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে কোন আনুষঙ্গিক ঘটনা বিবৃত না হইয়া থাকিলেও সুনান ইবনু মাজাহ : ২৪৬ পৃষ্ঠায় উম্মু সা'দ রাযিয়াল্লাহু আ'নহার যবানী এই মর্মের একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উম্মু সা'দ বলেন, আমি একদা হযরত আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহার নিকটে থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "পূর্বাহ্নের কোন খাবার আছে কি?" তাহাতে হযরত আয়িশাহ বলেন, "আমাদের কাছে রুটি, খুরমা ও সিরকা আছে।" তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন "সিরকা কত উত্তম সালন! হে আল্লাহ, সিরকাতে বারাকাত দাও; কেননা উহা আমার আগেকার নাবীদের সালন ছিল এবং যে ঘরে সিরকা থাকে সেই ঘরে সালনের অভাব নাই।"

সিরকা সম্পর্কে এই মন্তব্যটি যেহেতু অপর কোন সালনের অভাবের ক্ষেত্রে করা হইয়াছে কাজেই ইমাম ইবনুল্ কাইয়িম প্রমুখ কোন কোন মুহাদ্দিস এই মন্তব্যটিকে সিরকার মৌলিক ও আদত গুণ হিসাবে গ্রহণ না করিয়া ইহাকে আপেক্ষিক অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, যখন কোন সালন না পাওয়া যায় কেবল মাত্র তখনই উহা উত্তম সালন সকল অবস্থায় উহা উত্তম সালন নহে। এই প্রসংগে লবন সম্পর্কেও এই ধরনের একটি মন্তব্যযুক্ত হাদীস তাঁহারা পেশ করেন। হাদীসটি এই, আনাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন,

سيد ادامكم الملح

"তোমাদের সালনের সরদার হইতেছে লবন।"—সুনান ইবনু মাজাহ : ২৪৬

এই সম্পর্কে ইমাম আল্-খাত্তাবী (মৃত ৩৮৮ হিঃ) বলেন যে, এই ধরনের মন্তব্যের তাৎপর্য হইতেছে [illegible] সাদাসিধা [illegible] গ্রহণের জন্য এবং ঐ সম্পর্কে ঘটা ও আয়োজন করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য উৎসাহিত করা অর্থাৎ খাদ্য ব্যাপারে যত অল্প আয়োজন করা হয় ততই উত্তম। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই মন্তব্য যোগে যেন এই কথাই জানাইতে চাহেন—তোমরা সিরকাকে এবং সিরকার মত [illegible] গ্রহণ [illegible] খাদ্যের লায্যত ও স্বাদের পিছনে পড়িও না, কেননা উহা [illegible] হইতে [illegible]। ইমাম আল্ খাত্তাবী ও তাঁহার সমর্থকদের মতে সিরকা ও লবন [illegible] নহে [illegible] অপর কোন উৎকৃষ্ট সালনের অভাবে উহা সালনের কাজ দিয়া থাকে [illegible] সর্বশ্রেষ্ঠ [illegible] সালন হইতেছে গোশ্ত ও মাছ। উহার প্রমাণ এই —

(ক) সুনান ইবনু মাজাহ : [illegible]৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে, আবুদ্দারদা' রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন,

سيد طعام اهل الدنيا واهل الجنة اللحم

"দুন্য়াবাসীদের ও জান্নাতবাসীদের সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য হইতেছে গোশ্ত।"

(খ) সাহীহ বুখারী : ৮১৫, ৮১৬ পৃষ্ঠায় এবং অপর হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উম্মুল্ মু'মিনীন হযরত আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহ আন্হার রমনীকুলে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া 'সারীদ' খাদ্যের সহিত তাঁহার উপমা দেন। তারপর 'সারীদ' খাদ্য যেহেতু রুটি ও গোশ্ত যোগে প্রস্তুত হয় কাজেই গোশ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ সালন দাঁড়ায়।

(গ) সাহীহ বুখারী : ৪৬৯, ৫৬১, ৬৪৩ পৃষ্ঠাসমূহে আনাস রাঃ আনহু বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন যে, জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে সর্বপ্রথম যে খাদ্য দিয়া আপ্যায়িত করা হইবে তাহা হইবে মাছের কলিজাযোগে প্রস্তুত খাদ্য। এই সব হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, গোশ্ত ও মাছ প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ সালন।

পক্ষান্তরে সাহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নাওয়াভী প্রমুখ একদল মুহাদ্দিস বলেন যে, সিরকার শ্রেষ্ঠত্ব মৌলিক; উহা আপেক্ষিক নহে। তারপর তাঁহারা সিরকার মৌলিক গুণগুলির উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের দাবী প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান।

www.ahlehadeethbd.org

(١٥٥—٤) حدثنا هناد ثنا وكيع عن سفيان عن ايوب عن ابى قلابة عن زهدم الجرمي قال كنا عند ابي موسى الاشعري فاتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال مالك؟ قال انى رايتها تاكل شيئا فحلفت ان لااكلها. قال ادن فاني رأيت رسول الله صلى عليه وسلم ياكل لحم دجاج.

(১৫৫—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান হান্নাদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান অকী', তিনি রিওয়ায়াত করেন সুফয়্যান হইতে, তিনি আইয়ুব হইতে, তিনি আবূ কিলাবাহ হইতে, তিনি 'জারম' গোত্রীয় যাহদাম হইতে, তিনি বলেন, একদা আমরা আশ'আর গোত্রীয় আবূ মূসার নিকট ছিলাম। অনন্তর মুরগীর পাক করা গোশত আনা হইল। তখন লোকদের মধ্যে এক জন এক ধারে সরিয়া বসিল। তাহাতে আবূ মূসা বলিলেন, "তোমার কি হইল যে, তুমি সরিয়া গেলে?" সে বলিল, "ইহা নিশ্চত যে আমি উহাকে কিছু ময়লা বস্তু খাইতে দেখিয়া কসম করিয়াছি যে, আমি উহা খাইব না। তিনি বলিলেন, নিকটে আইস। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে মুরগীর গোশত খাইতে নিশ্চিতভাবে দেখিয়াছি।

অপর দিকে কৃচ্ছ সাধনায় মাশগুল সুফীগণ লবনের মৌলিক শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া নিজেদের আহার যথাসাধ্য রুটি ও লবণে সীমাবদ্ধ রাখিবার কোশেশ করিয়া থাকেন।

বলাবাহুল্য অতিরিক্ত সূর্যতাপহেতু রোগে (Sunstroke) সির্কা অত্যন্ত উপকারী। তাহা ছাড়া ইহাতে বদ হযম সারে ও পেটের বিভিন্ন পীড়ায় উপকার করে।

আর লবন ছাড়া যেহেতু কোন খাদ্যই সুস্বাদু হয় না—বরং একেবারে বিস্বাদ লাগে এবং যেহেতু উহা হযমে সহায়তা করে ও শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে কাজেই উহাকে সকল খাদ্যের সরদার বলা হইয়াছে।

(১৫৫ ৪) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্ফাহ ঃ ৩।৯০) বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা ইহা সাহীহ বুখারী : ৪৪২, ৬২৯, ও ৯৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

একটি হাদীস পরেই ১৫৭-৬ নং হাদীসটি এই হাদীসেরই প্রায় অনুরূপ। কাজেই এই হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরের হাদীসটিতে দেওয়া হইয়েছে।

www.ahlehadeethbd.org

॥ অধ্যাপক হাফিয আনিসুর রহমান ॥

সাহীহ বুখারী হইতে সংকলন

১। সত্য রাসূল ও সত্য ধর্মের পরিচয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে রোম সম্রাট হিরাক্‌ল্ ও আবূ সুফ্‌য়ানের মধ্যে আবূ সুফ্‌য়ানের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার বিবরণ সাহীহ্ বুখারীতে ৯ স্থানে আংশিকভাবে (১৩, ৩৬৮, ৩৯২, ৪১১, ৪১৮, ৪৫০, ৮৮৪, ৯২৬ ও ১০৬৮ পৃষ্ঠাসমূহে) এবং তিন স্থানে বিস্তারিত ভাবে (৪—৫, ৪১২—৪১৩ ও ৬৫৩—৬৫৪ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে। শেষোক্ত তিন স্থানে কিছু বিবরণ কমবেশী রহিয়াছে। এখানে সকল বিবরণ একত্রভাবে দেওয়া হইল।

হিজরী সপ্তম সনে হুদাইবিয়া সন্ধি সম্পাদিত হইলে আরবের মুসলিম ও মুশ্‌রিকদের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হয়। সেই সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পারস্য, সিরীয়া প্রভৃতি দেশের রাজা ও সম্রাটদিগকে এবং আরবদের মুশরিক দলপতিদিগকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইয়া পত্র লিখেন। রোম সম্রাট হিরাক্‌লকে যে পত্রটি লিখেন তাহা তিনি দিহ্‌য়া মারফত বুস্‌রার শাসনকর্তার নিকট পাঠান। তারপর বুসরার শাসনকর্তা ঐ পত্রটি রোম সম্রাট হিরাক্‌ল এর বায়তুল-মাকদিসে অবস্থান কালে তাঁহার নিকট পাঠান।

সে কালে রোম সম্রাটের সহিত পারস্য সম্রাটের যুদ্ধ লাগিয়াই থাকিত। এইরূপ কোন এক যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা রোম সম্রাটকে পারস্য সম্রাটের সৈন্যদিগের বিরুদ্ধে বিজয় দান করিলে রোম সম্রাট তাহার শুক্‌রীয়া আদায় হিসাবে হিম্‌স্ শহর হইতে পায়ে হাঁটিয়া ঈলিয়া (বর্তজেরুযালিম বা বায়তুল মাক্‌দিস) শহরে পৌঁছেন। তখন সেখানকার শাসনকর্তা রোম সম্রাটের নামে প্রেরিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর পত্রটি রোম সম্রাটকে দেন।

অনন্তর রোম সম্রাট তাঁহার লোকদিগকে বলেন, "এই পত্র লেখকের কাওমের কোন লোক এতদঞ্চলে খুঁজিতে থাক এবং যদি এমন কোন লোক পাও তাহা হইলে তাহাদিগকে আমার নিকট লইয়া আইস। আমি তাহাদিগকে ঐ লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব, যে লোকটি নিজেকে রাসূল বলিয়া দাবী করে।"

ঐ সময় আবূসুফ্‌য়ান কুরাইশ গোত্রের কতিপয় সঙ্গী ব্যবসায়ী সহ বাণিজ্য উপলক্ষে সিরীয়া প্রদেশে ছিলেন। রোম সম্রাটের লোকেরা তাঁহাদের সন্ধান পাইয়া তাঁহাদিগকে ঈলিয়া শহরে লইয়া যায়।

হিরাক্‌লের নিকট ঐ কুরাইশ দলটি পৌঁছিলে তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রধানদিগকে ডাকেন। অনন্তর তাঁহারা হিরাক্‌লের সভায় আসন গ্রহণ করিলে ঐ কুরাইশ দলটিকে

www.ahlehadeethbd.org

হিরাক্‌লের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং সম্রাট ও আরবদের মধ্যে কথাবার্তার সুবিধার জন্য দোভাষী ডাকা হয়। আবূ সুফ্‌য়ান প্রমুখ ঐ দলটি হিরাক্‌লের দরবারে প্রবেশ করিলে তাঁহাদিগকে সম্রাটের সম্মুখে বসান হয়। ঐ ব্যবসায়ী দলের নেতা ছিলেন আবূ সুফ্‌য়ান। ঐ সময় সম্রাট ও আবূ সুফ্‌য়ানের মধ্যে নিম্নরূপ কথাবার্তা হয়ঃ

সম্রাটঃ তোমাদের মধ্যে বংশ হিসাবে কে ঐ লোকটির নিকটতম যে লোকটি নিজেকে নাবী বলিয়া দাবী করে?

আবূ সুফ্‌য়ানঃ বংশ হিসাবে আমিই ঐ লোকটির নিকটতম।

সম্রাটঃ তোমার সহিত তাহার কি আত্মীয়তা?

আবূসুফ্‌য়ানঃ সে আমার চাচার পুত্র।

আবূ সুফ্‌য়ান এই ঘটনাটি বর্ণনা করিবার সময় বলেন, ঐ ব্যবসায়ী দলটিতে সেই দিন আমি ছাড়া 'আবদু মানাফ বংশের আর কেহই ছিল না।

তখন সম্রাট নিজ লোকদিগকে আদেশ করিলেন, "উহাকে আমার নিকটে আনিয়া বসাও এবং উহার সঙ্গীদিগকে উহার পিছনে বসাও।

আবূ সুফ্‌য়ান বলেন, তখন আমাকে সম্রাটের সম্মুখে নিকটে বসান হয় এবং আমার সঙ্গীদিগকে আমার পিছনে বসানো হয়।

সম্রাট দোভাষীকে বলিলেন—ঐ লোকদিগকে বল, আমি ইহাকে ঐ লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব, ; যদি সে মিথ্যা বলে তবে তাহারা যেন বলে যে, সে মিথ্যা বলিল।

আবূ সুফ্‌য়ান স্বগতোক্তি করিলেন, পরে লোকে আমার সম্পর্কে মিথ্যার কলঙ্ক দিবে এই ভয় যদি আমার না থাকিত তাহা হইলে আল্লাহের কসম, আমি নিশ্চয় আল্লাহের রাসূল সম্পর্কে মিথ্যা বলিতাম।

সম্রাটঃ তোমাদের মধ্যে তাহার বংশ কেমন?

আবূ সুফ্‌য়ানঃ তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত।

সম্রাটঃ তোমাদের মধ্যে তাহার পূর্বে কেহ কি এই কথা বলিয়াছিল?

আবূ সুফ্‌য়ানঃ না।

সম্রাটঃ তাহার অনুসরণ কাহারা করে? সম্ভ্রান্ত লোকেরা, না গরীব লোকেরা?

আবূ সুফ্‌য়ানঃ গরীব লোকেরা।

সম্রাটঃ তাহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে, না কমিতেছে?

আবূ সুফ্‌য়ানঃ তাহাদের সংখ্যা বরং বাড়িতেছে।

সম্রাটঃ তাহাদের মধ্যে কেহ কি ঐ ধর্মে প্রবেশ করিয়া ঐ ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উহা ত্যাগ করিয়াছে?

আবূ সুফ্‌য়ানঃ না।

সম্রাটঃ তিনি কথার খিলাফ করেন কি?

আবূ সুফ্‌য়ানঃ না। তবে আমরা এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহার সহিত এক সন্ধি করিয়াছি। এখন এই সময়ে তিনি কি করিবেন তাহা জানি না। তবে, আমরা আশঙ্কা করি যে, সে চুক্তি ভঙ্গ করিবে।

ঘটনাটি বর্ণনা করিবার সময় আবূ সুফ্‌য়ান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলেন, এই কথা ছাড়া তাঁহার বিরুদ্ধে অন্য কিছু যোগ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

সম্রাট : তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছ কি ?

আবূ সুফ্‌য়ান : হাঁ।

সম্রাট : তাহার সহিত তোমাদের যুদ্ধের পরিণতি কিরূপ হইয়াছে ?

আবূ সুফ্‌য়ান : আমাদের ও তাহাদের অবস্থা পর্যায়ক্রমে ডোলে পানি তোলার মত হইয়াছে। কখনও আমরা জিতিয়াছি, কখনও তাহারা জিতিয়াছে।

সম্রাট : তিনি তোমাদিগকে কি সব আদেশ দেন ?

আবূ সুফ্‌য়ান : তিনি বলেন, এক আল্লাহের 'ইবাদাত কর ; তাঁহার সহিত কোন কিছু শারীক করিও না ; তোমাদের বাপ দাদা যাহাদের পূজা করিত তাহাদের পূজা ত্যাগ কর। তাহা ছাড়া, তিনি আমাদিগকে সালাত প্রতিষ্ঠিত করিতে, দান-খাইরাত করিতে, সত্য কথা বলিতে, চরিত্র পবিত্র রাখিতে, চুক্তি পালন করিতে এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করিতে আদেশ করেন।

তখন সম্রাট দোভাষীকে নিম্নের কথাগুলি আবূ সুফ্‌য়ানকে জানাইতে বলিলেন,

সম্রাট : আমি তোমাকে তাঁহার বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বলিলে, তিনি তোমাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত। নাবী এই রকমই হয়। নাবীদিগকে তাঁহাদের জাতির মধ্যে উচ্চ বংশেই পাঠান হয়।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের মধ্যে অপর কেহ কি এই কথা পূর্বে বলিয়াছে ? তাহাতে তুমি বলিলে, 'না'। আমি বলি, তাহার পূর্বে এই কথা যদি কেহ বলিয়া থাকিত, তবে আমি বুঝিতাম যে, পূর্বে যে কথা এক বার বলা হইয়াছে এই লোকটি সেই কথারই পুনরুক্তি করিতেছে মাত্র। অর্থাৎ এই লোকটির দাবী মৌলিক নয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার বাপ দাদাদের মধ্যে কেহ বাদশাহ ছিল কি ? তাহাতে তুমি বলিলে, 'না। আমি বলি, তাহার বাপ দাদাদের মধ্যে কেহ যদি বাদশাহ থাকিত তবে আমি বুঝিতাম যে, সে হয়ত তাহার পিতৃ রাজ্য পাইবার জন্য এইরূপ করিতেছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাহাও ঘটে নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার এই কথা বলার পূর্বে তোমরা তাহার প্রতি মিথ্যা বলার অভিযোগ করিতে কি ? তাহাতে তুমি বলিলে, 'না'। অতএব আমি বুঝিতেছি, যে ব্যক্তি নিজ স্বার্থের জন্য লোকের সহিত মিথ্যা কথা বলে না তাহার পক্ষে ইহা কখনই চিন্তা করা যায় না যে, সে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলিবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাকে বড় লোকেরা মানিয়াছে না গরীবেরা। তাহাতে তুমি বলিলে 'গরীবেরা'। পৃথিবীর রীতিই এই যে, প্রায়শঃ গরীবেরাই রাসুলদের অনুসারী হইয়া থাকে।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ; তাহার অনুসারীরা সংখ্যায় বাড়িতেছে না কমিতেছে। তাহাতে তুমি বলিলে, 'বাড়িতেছে'। ঈমানের ব্যাপারটি এইরূপই হইয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

থাকে। ঈমান যে পর্যন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত না হয় সে পর্যন্ত ঈমানদারের সংখ্যা বাড়িয়াই চলে।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কি তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছ? তাহাতে তুমি বলিলে যে, তোমরা তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছ এবং আরো বলিলে যে, ঐ যুদ্ধগুলিতে সে কখনো লাভবান হইয়াছে এবং কখনো সে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমি জানি, রাসূলদিগকে এই ভাবেই বিপদগ্রস্ত করিয়া পরীক্ষা করা হয় এবং পরিণামে তাঁহাদেরই জয় নিশ্চিত হয়।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ ধর্মে প্রবেশের পরে ঐ ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কেহ কি ঐ ধর্মত্যাগ করে? তাহাতে তুমি বলিলে, 'না'। আমি বলি, ঈমানের ব্যাপারটি এই রূপই হইয়া থাকে। ঈমানের শিষ্টাচার যখন অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে তখন উহা কিছুতেই বাহির হয় না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কি তাহার কথার খিলাফ করে। তাহাতে তুমি বলিলে, 'না'। আল্লাহের রাসূলগণ এইরূপই হইয়া থাকেন। তাঁহারা কখনও কথার খিলাফ করেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সে তোমাদিগকে কি কি আদেশ করেন? তাহাতে তুমি বলিলে, সে তোমাদিগকে এক আল্লাহের 'ইবাদাত করিতে, তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শারীক না করিতে আদেশ করেন। তোমাদের বাপদাদা যাহাদের পূজা করিত তাহাদের পূজা করিতে নিষেধ করেন। তাহা ছাড়া, সে তোমাদিগকে সালাত প্রতিষ্ঠিত করিতে, দান-খাইরাত করিতে, সত্য কথা বলিতে, চরিত্র পবিত্র রাখিতে, চুক্তি পালন করিতে এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করিতে আদেশ করেন। আমি বলি, ইহাই হইতেছে নাবীর পরিচয়। এখন আমি বুঝিতেছি যে, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্রই তিনি আমার এই পদযুগলের স্থানের মালিক হইবেন। আমি জানিতাম তিনি আবির্ভূত হইবেন; কিন্তু আমি ধারণা করি নাই যে, তিনি তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন। যদি আমি জানিতাম যে, তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিব তবে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আমি যে কোন কষ্ট স্বীকার করিতাম। আর যদি আমি তাঁহার নিকট থাকিতাম তবে নিশ্চয় আমি তাঁহার পা ধুইয়া দিতাম। ইহা সুনিশ্চিত যে, তাঁহার রাজ্য আমার পদতলের নিম্নস্থ ভূমি পর্যন্ত পৌঁছিবে।

তারপর সম্রাট ঐ পত্রখানি পড়িলেন যে পত্রখানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দিহ্য়ার মারফত বুস্রার শাসন কর্তার নিকট পাঠাইয়াছিলেন এবং বুস্রার শাসন কর্তা উহা হিরাক্লের নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

ঐ পত্রটিতে নিম্নরূপ কথা লেখাছিল:—

"পরম দয়ালু অত্যন্ত দাতা আল্লাহের নামে।

"আল্লাহের বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ এর পক্ষ হইতে রোমের শাসনকর্তা হিরাক্ল সমীপে।

"যে কেহ সুপথের অনুসরণ করে তাহার উপর শান্তি হউক।

"অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের আহ্বান জানাইতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিরাপদ হইবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুন প্রতিদান ও পুরস্কার দিবেন। আর যদি ইসলাম হইতে মুখ ফিরান তাহা হইলে আপনার কৃষক প্রজাদের পাপের সমান পাপ আপনার উপর বর্তিবে।" (ইহার পরে পত্রটিতে সূরাহ আলু-ইমরান: ৬৪ আয়াতটি লেখা ছিল।)

"হে কিতাবীগণ তোমরা আইস ঐ বাণীর দিকে যে বাণী আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান স্বীকৃত তাহা এই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারও 'ইবাদাত করিব না ও তাঁহার সহিত কোন কিছু শারীক করিব না। এবং আমাদের মধ্যে কেহই আল্লাহকে ছাড়িয়া অপর কাহাকেও রাব্ব বলিয়া স্বীকার করিব না। তারপর যদি তাহারা মুখ ফিরায় তবে (হে মুমিনগণ) তোমরা বল: তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা আল্লাহের অনুগত।"

ইবনু আব্বাস বলেন উহার পরের ঘটনা আবূ সুফ্য়ান এইভাবে বর্ণনা করেন:

অনন্তর হিরাক্লের যাহা কিছু বলিবার ছিল তাহা বলিয়া তিনি যখন পত্র পাঠ শেষ করিলেন তখন তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে প্রতিবাদের স্বর উচ্চ হইল এবং গোলমাল বাড়িতে লাগিল। ঐ সময় সম্রাটের আদেশক্রমে আমাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। কাজেই উহার পরে কি কি ঘটিয়াছিল তাহা জানিতে পারি নাই। অনন্তর আমি সম্রাটের দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমার সঙ্গীদিগকে বলিলাম যে, আবূ কাব্শার ব্যাটার ব্যাপারটি তো গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিল। বানূ আস্ফারের বাদশাহ তাহাকে ভয় করে। তখন হইতে আমি বিশ্বাস করিতে লাগিলাম যে, তিনি শীঘ্রই জয়ী হইবেন। অবশেষে আমি ইসলাম গ্রহণে অনিচ্ছুক থাকা অবস্থায় এক দিন আল্লাহ আমার সেই অনিচ্ছা দূরীভূত করিয়া আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিলেন।

তৎকালে ঈলিয়ার শাসনকর্তা এবং হিরাক্লের বন্ধু ইবনুন্-নাতূর সিরীয়ার খৃষ্টানদের প্রধান ধর্মযাজক ছিলেন। তিনি সম্রাট হিরাক্লের পরবর্তী অবস্থার বিবরণ এইভাবে দেন।

সম্রাট হিরাক্ল একজন জ্যোতিষী ছিলেন। ঈলিয়া শহরে তাঁহার অবস্থান কালে একদিন সকাল বেলায় তাঁহার একজন পার্শচর তাঁহাকে বিমর্ষ অবস্থায় দেখিয়া তাঁহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "গত রাত্রিতে আমি জ্যোতীষ শাস্ত্রে মনোনিবেশ করিলে আমি দেখিলাম যে, খাত্নাকারীদের বাদশাহ আবির্ভূত হইয়াছেন। আচ্ছা, একালের লোকদের মধ্যে কাহারা খাত্না করে?" তাঁহার লোকেরা বলিল, "য়াহূদী জাতি ছাড়া আর কেই তো খাত্না করে না। কিন্তু বর্তমানে তাহাদের যে অবস্থা তাহাতে আপনার চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। আর একান্তই যদি আপনি নিষ্কণ্টক হইতে চান তাহা হইলে আপনার রাজ্যের শহরগুলির শাসনকর্তাদিগকে লিখিয়া পাঠান যে, লোকদের মধ্যে তাহারা যে সব য়াহূদী পায় তাহাদিগকে যেন হত্যা করে।

সম্রাট হিরাক্ল ও তাঁহার পাত্রমিত্রগণ যখন ইহা লইয়া আল্লোচনা করিতেছিলেন তখন হিরাক্লের সম্মুখে একজন লোককে উপস্থিত করা হইল। ঐ লোকটিকে গাস্সান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দেশের রাজা পাঠাইয়াছিলেন। ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্বন্ধে বিবরণ দিতেছিল। অনন্তর হিরাক্‌ল যখন ঐ লোকটির মুখে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিবরণ জানিলেন তখন তিনি নিজ লোকদিগকে বলিলেন, "এই লোকটিকে লইয়া যাও এবং দেখ তাহার খাত্‌না করা আছে কি?" লোকে তাহাকে দেখিয়া হিরাক্‌লকে জানাইল যে, ঐ লোকটি খাত্‌না করা। তখন সম্রাট তাহাকে আরব জাতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আরবের লোকেরা খাত্‌না করিয়া থাকে।" তখন হিরাক্‌ল বলিলেন, "এই জাতির ইনিই বাদশাহ; তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে।"

তারপর হিরাক্‌ল রূমীয়াহ্ শহরে তাঁহার এক বন্ধুর নিকট চিঠি লিখিলেন। তাঁহার এই বন্ধুটি জ্ঞান বিজ্ঞানে তাঁহার তুল্য ছিলেন। তারপর হিরাক্‌ল হিমস্ শহরের দিকে চলিলেন। তিনি হিম্‌স্ শহরে থাকিতে থাকিতেই তাঁহার নিকট তাঁহার ঐ বন্ধুর পত্র আসিল। ঐ পত্রে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আবির্ভাব সম্পর্কে হিরাক্‌লের মত সমর্থন করেন এবং লিখেন যে, উনি নিশ্চয় নাবী।

তারপর হিরাক্‌ল রোমের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে হিম্‌স্ শহরের দরবার হলে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইলে সম্রাটের আদেশক্রমে হলের দরজাগুলি বন্ধ করা হইল। তারপর সম্রাট হলের উচ্চ মঞ্চ হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "ওহে রোম জাতির লোকেরা, তোমরা কি সফলতা, সুপথ ও তোমাদের রাজ্যের স্থায়িত্ব চাও? তবে তোমরা ঐ লোকটি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার কর।" ইহা শুনিয়া লোকেরা বন্য গাধার মত দরজার দিকে দৌড়িল; কিন্তু উহা বন্ধ পাইল। কাজেই হিরাক্‌ল যখন লোকের এই বিতৃষ্ণা দেখিলেন এবং তাহাদের ঈমান আনা সম্পর্কে নিরাশ হইলেন তখন তিনি কর্মচারীদিগকে বলিলেন, "উহাদিগকে আমার নিকট ফিরাইয়া আন।" তারপর হিরাক্‌ল বলিলেন, "তোমাদের স্বধর্মে তোমাদের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি এখন এই উক্তিটি করিয়াছিলাম, আর আমি তোমাদের ঐ দৃঢ়তা দেখিলাম।" তখন সকলে হিরাক্‌লকে সিজদা করিল এবং তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইল। ইহাই ছিল হিরাক্‌লের শেষ অবস্থা।

www.ahlehadeethbd.org

॥ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ॥

মুজাহিদ আন্দোলনের ইতিকথা

আজ থেকে ১৩৯ বৎসর পূর্বে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে—পাক-ভারতের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গগনের দুই উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হয়ে পড়েন। এর একজন হলেন হুজ্জতুল ইসলাম আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর স্বনামধন্য পৌত্র আল্লামা ইসমাইল শহীদ আর অপর জন তদীয় অধ্যাত্মিক গুরু আমিরুল মুমেমীন সৈয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলভী!

এই মহান দিবসের পুণ্য প্রভাতে সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার কোহেস্থানী এলাকায় ৩ দিকে পাহাড় আর একদিকে 'খানা'র স্রোতস্বতী-ঘেরা বালাকোটের নিভৃত পার্বত্য প্রান্তরে শিখ দুর্বৃত্তদের অতর্কিত আক্রমণে বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে এই দুই মর্দে মুজাহেদ বহু সংখ্যক সঙ্গী সাথীসহ দেহের তাজা খুনে ধরণী সিক্ত ক'রে শাহাদতের আবেহায়াত পান ক'রে অমরত্ব লাভ করেন। তাঁরা তাঁদের রক্ত দিয়ে পরবর্তী সোয়া শত বৎসরের জন্য জেহাদ ও আজাদী-সংগ্রামের জন্য এক অনির্বাণ দীপ শিখা জ্বালিয়ে যান।

প্রতি বছর ৬ই মে সেই বীর্যবন্ত শাহাদতের পুণ্য স্মৃতি আমাদের দ্বারপ্রান্তে বয়ে আনে। বাতাসে বেজে ওঠে সেই মর্মস্পর্শী করুণ বারতার বিষাদ মাখা সুর। কিন্তু আমাদের মানস-চক্ষু অন্ধ, অনুভূতির প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ, তাই হৃদয়-তন্ত্রীতে সে সুর জাগাতে পারে না কোন অনুরণন।

কে ছিলেন এই আল্লামা ইসমাঈল আর মওলানা সৈয়দ আহমদ? আমরা তাদের চিনি না, তাঁদের সম্বন্ধে বলতে গেলে কিছুই জানিনা। কয়েকজন প্রজ্ঞাবিভূষিত মনীষী আর তত্ত্বদর্শী ঐতিহাসিকের মন্তব্য শোনা যাক। আল্লামা ইকবাল প্রায়ই বলতেন: India has hitherto produced only one MAULAVI and that is Maulavi Mohammad Ismail." (Aspects of Shah Ismail Shaheed: P 44)

অর্থাৎ "ভারত এ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে একজন "মওলবী"কেই জন্ম দিয়েছে আর তিনি হচ্ছেন "মওলবী মোহাম্মদ ইসমাঈল।"

মহান মনীষীর শত কথার এক কথা। কথাটির তাৎপর্য্য গভীরভাবে উপলব্ধিযোগ্য।

প্রফেসর আবদুল কাইয়ুম বলেন: 'To the Muslim Community, he gave the idea of Pan-Islamism and laid the foundation of Pakistan with his own life blood Though Shah Ismail Shaheed is dead the ideals he died for are alive. He has wielded great influence on posterity. Jamalundin Afghani. Mufti Mohammad Abduhu and several other political, social and religious reformers are but echoes of his genius." (Aspects of Shah Ismail Shaheed.

www.ahlehadeethbd.org

P 101)

মুসলিম সম্প্রদায়কে তিনি দিলেন প্যান ইসলামিজমের মন্ত্র এবং স্বীয় দেহের রক্ত দিয়ে ক'রে গেলেন পাকিস্তানের ভিত্তি প্রস্তরের প্রতিষ্ঠা। শাহ ইসমাঈল শহীদ মৃত্যু বরণ করেছেন সত্য, কিন্তু যে আদর্শের জন্য তিনি প্রাণ দিয়েছেন, তা আজও জীবন্ত।

পরবর্তীদের উপর তিনি সীমাহীন প্রভাব বিস্তার করে গেছেন। জামালুদ্দীন আফগানী, মুফতী মোহাম্মদ আবদুহু এবং অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারক তাঁরই প্রতিভার প্রতিধ্বনি মাত্র।"

সৈয়েদ আহমদ শহীদের বিখ্যাত জীবনী-কার জনাব গোলাম রসূল মেহের বলেন ঃ

"পাক ভারতে যখন ইসলামের রাজনৈতিক সৌভাগ্য-সূর্য অস্তমিত এবং চতুর্দিকে নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের অন্ধকার পরিব্যাপ্ত তখন রায় বেরেলীর কর্মবীর মর্দে-মুজাহিদ মওলানা সৈয়েদ আহমদ শহীদ একরূপ বিনা অস্ত্রে ও বিনা সাজসরঞ্জামে জাতীয় শক্তির উদ্বোধনে এমন এক আজিমুশশান এন্তেজাম সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হলেন যার বদওলতে ধর্মীয় জোশ ও উৎসাহ উদ্দীপনার এক বে-নজীর রওশন ভারতের ভিতর এবং বাইরে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। ফলে আত্মদান ও কর্মচাঞ্চল্যের এমন এক নমুনা দুনিয়ার সামনে পেশ করা সম্ভব হ'ল যার তুলনা শুধু ইসলামের প্রথম যুগেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব।" (মাকালাতে ইয়াউমে ইসমাঈল শহীদ, ৩৮ পৃঃ)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলার বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ডক্টর মাহমুদ হোসেন বলেন ঃ

'It was Syed Ahmed Shahid who first used the technique of winning the support of the masses for his programme and created a political organization for its furthurence and execution. He was the first political leader in the subcontinent." (History of the Freedom movement, P 580 .

"কর্মসূচীর রূপায়ণের জন্য আপামর জনসাধারণের সমর্থন লাভর কৌশল সর্বপ্রথম সৈয়দ আহমদ শহীদই প্রয়োগ করেন। লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাওয়া আর কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য তিনি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। পাক-ভারত উপমহাদেশে তিনিই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক নেতা।"

সংশ্লিষ্ট ইংরেজী এবং উর্দু বহু গ্রন্থ থেকে এ ধরণের অনেক মন্তব্য উধৃত করা যেতে পারে, কিন্তু আপাততঃ আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য এই-টুকুই যথেষ্ট। আলোচ্য দুই মহাপুরুষ সম্বন্ধে উল্লিখিত মন্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধি এবং তাদের কর্মতৎপরতার প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করতে হলে সেই যুগে দেশ ও মুসলিম সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে অন্ততঃ খানিকটা ওয়াকেফহাল হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমেই স্মরণ রাখা দরকার যে, সিন্ধুর ক্ষণস্থায়ী আরব শাসনের কথা বাদ দিলেও পাক-ভারতের সহিত ইসলামের সম্পর্ক সরাসরি আরব থেকে না হয়ে খাইবার গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়ে মধ্য এশিয়ার মধ্যস্থতায় ঘটেছিল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে সব মুসলিম বীর বিজয়ী বেশে এদেশে আগমন করেন এবং শাসন-কর্তৃত্ব পরিচালনার সুযোগ পান, অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের প্রায় সকলেই অনাবিল ও খাঁটি ইসলামের সঙ্গে অতি অল্পই পরিচিত ছিলেন। এদেশে যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন, তারাও ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝবার মওকা পান নি। ইসলামের মূল উৎস কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা এবং তার বিপ্লবী ভূমিকা সম্বন্ধে তারা অনবহিতই থেকে যায়। ফলে ইসলাম পাক-ভারতে তার অবিমিশ্র খাঁটি রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারল না। হিন্দুর কুফরী অনাচার ও মুশরেকানা ধ্যান ধারণা ধর্মান্তরিত মুসলিম সমাজে বদ্ধমূল হয়ে রইল। এছাড়া ধীরে ধীরে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের প্রভাব উত্তরোত্তর অনুপ্রবিষ্ট হতে লাগল। অবশেষে মুসলিম সমাজ সম্রাট আকবরের সময় ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে গোমরাহীর অতল গহ্বরে পৌঁছে গেল।

মুগল আমলের শেষ পর্যায়ে আমীর ওমরাহদের নিষ্ক্রিয়তা ও ভোগলিপ্সা, আলেম সমাজের সঙ্কীর্ণতা আর অযোগ্যতা এবং বাদশাহদের ইসলামের স্বার্থচিন্তা সম্পর্কে উদাসীন নির্লিপ্ততার ফলে মুসলিম সমাজে উপরোক্ত অনাচার ও দুর্নীতির বন্যা প্রবাহিত হ'ল। গণমানসে তওহীদের ধারণা অস্পষ্ট হয়ে উঠল, দরগাহে নযর-মানত, অলী দরবেশের মাজারে তীর্থ ভ্রমণ, পীর পূজা এবং বহুরূপী বেদআতী অনুষ্ঠান সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হ'ল। মূর্খতা ও অযোগ্যতা শাসকদের ভূষণে পরিণত হল, অবিচার, অত্যাচার ও ক্ষমতার অপব্যবহার সর্বত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এক কথায় সমগ্র ভারতভূমি জাহেলিয়াতের অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

এই সর্বব্যাপী সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে আল্লাহর রহমতের অপার নিদর্শন স্বরূপ পাক-ভারতের মুসলিম ভাগ্যাকাশে এক জ্যোতিষ্মান নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটল। ইনি হচ্ছেন অদ্ভুত প্রতিভা আর বিস্ময়কর মনীষার অধিকারী হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী। তিনি তাঁর সন্ধানী সূক্ষ্ম দৃষ্টি বলে চতুর্দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করলেন। যুগের প্রতিটি সমস্যা আর প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলেন এবং সুদক্ষ চিকিৎসকের ন্যায় সে-সবের প্রতিকার ব্যবস্থা নির্দেশিত করলেন। মুসলিম সমাজে যত প্রকার অন্যায় অনাচার আত্মপ্রকাশ করেছিল তিনি তার প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে ও যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণপঞ্জী সহকারে লেখনী পরিচালনা করলেন। তিনিই সর্বপ্রথম সে যুগের শিক্ষিত শ্রেণীর বোধগম্য পারস্য ভাষায় কোরআন মজীদের তফসির ও তর্জমা লিখে প্রকাশ করলেন। দর্স ও তদরিসের মাধ্যমে তিনি কুরআন ও হাদীসের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত বিরাট ছাত্রমণ্ডলীকে প্রস্তুত করতে লাগলেন।

তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সুযোগ্য চারি পুত্র মুসলিম পুনর্জাগরণের গতিধারা অব্যাহত রাখলেন, বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ পুত্র শায়খুলহিন্দ শাহ আবদুল আযীয তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যের দ্বারা দেশ বিদেশের সুধিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

কিন্তু এই মনীষিগণ শুধু চিন্তাশীল শিক্ষিত শ্রেণী ও সুধী সমাজেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলেন, জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সৃষ্টি করতে পারলেন না। মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'তাজকেরায়' বলেন :—

"বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণতা অর্জন করলেও গবেষণা, গ্রন্থ রচনা, শিক্ষাদান ও কর্মী প্রস্তুতির ভিতরেই হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহর কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল।...বাস্তব ক্ষেত্রে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও রূপায়ণের কাজ অন্য কোন মর্দে-ময়দানের অপেক্ষায় ছিল। 'কাল' তার সমস্ত সাজ ও সামান সহ দীর্ঘদিন থেকে তাঁরই জন্য অধীর প্রতীক্ষায় পথপানে তাকিয়েছিল। এ কাজের জন্য আল্লাহ হযরতুল আল্লামা মুজাদ্দেদ ইসমাঈল শহীদকেই সুনির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন।"

শাহ ইসমাঈল তদীয় পিতা শাহ আবদুল গণীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন ক'রে তাঁর যশস্বী চাচা শাহ আবদুল আযীযের নিকট অতি অল্প সময়ে ধর্মবিজ্ঞান এবং গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন। ভূগোলের মানচিত্রের প্রতি তাঁর এত অধিক আকর্ষণ ছিল যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাক-ভারতের মানচিত্রের উপর তিনি ঝুঁকে থাকতেন। আল্লাহ তাঁর লেখনীতে যেমন সাবলীল গতি সঞ্চারিত করেছিলেন, তাঁর রসনায়ও তেমনি চিত্তস্পর্শী ও প্রাণ উন্মাদিনী ভাষা এনায়েত করেছিলেন। তাঁর অন্তরে ধক ধক করে জ্বলত জ্বলন্ত এক অতৃপ্ত বাসনা—যে বাসনা ছিল আল্লাহর নামকে গৌরবান্বিত করে তোলা আর ইসলামের পতাকাকে ঊর্ধে তুলে ধরার জন্য আকুল।

শুধু অসাধারণ জ্ঞানবত্তা আর যাদুকরী ভাষণ গুণেই তিনি বিভূষিত ছিলেন না, উত্তরকালে এক বিরাট বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বভার তাঁকে গ্রহণ করতে হবে, তাই শুধু নীরব সাধনা আর সরব প্রচারের ভূমিকাতেই তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন না। তিনি তাই বাল্যকাল থেকেই খেলাধূলা, সন্তরণ, কুচকাওয়াজ, ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, শিকার প্রভৃতির অভ্যাস ও অনুশীলন করতে লাগলেন। শীঘ্রই তিনি একজন অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী, সুদক্ষ বল্লমধারী এবং অপরাজেয় মল্লযোদ্ধায় পরিণত হলেন। তিনি যমুনা নদীতে সাঁতরিয়ে দিল্লী থেকে সুদূর আগ্রায় চলে যেতেন আবার আগ্রা থেকে সাঁতরিয়ে দিল্লী ফিরে আসতেন। ধৈর্যগুণ আর কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষার জন্য মসজিদের উত্তপ্ত প্রস্তর-প্রাঙ্গণে অগ্নিবর্ষী সূর্য্য কিরণে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পদচারণা করতেন। তিনি রাত্রির পর রাত্রি অভুক্ত ও অনিদ্রায় কাটিয়ে দিতেন।

আল্লামা ইসমাঈল চতুর্দিকে কোরআন হাদীস বিরোধী বেশরা কার্য্যকলাপের সয়লাব দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে মুসলিম সমাজে কোরআন ও সুন্নার সঞ্জীবনী পয়গামের প্রচার শুরু করলেন। দিল্লীর বাজার ও মসজিদের প্রাঙ্গণ সমূহে তার আহ্বান দিনের পর দিন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। রাজ দরবার থেকে আরম্ভ করে বেশ্যা পল্লী পর্য্যন্ত তওহিদ ও সুন্নাহর আলোক বিকীর্ণ হল। অবশ্য তার এ মহতী কাজে চিরাচরিত প্রথায় তাঁকে বহু বাধা, জঘন্য অপবাদ, তীব্র নিন্দা এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের ক্রোধবহ্নির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু অপরিসীম ধৈর্য্যে ও সহাস্য বদনে তিনি সব সহ্য করলেন। অবশেষে তাঁর চেষ্টা ও শ্রম ফলপ্রসূ হল। মুসলমানদের যুগ যুগান্তরের মোহনিদ্রা ভাঙতে লাগল, অজ্ঞানতার তিমির আঁধার অপসারিত হ'তে লাগল। শরীয়তের সীমা

www.ahlehadeethbd.org

লঙ্ঘন ও বদ্ধমূল কুসংস্কার সংযত হ'ল। পতিতালয় ও জুয়ার আড্ডা সমূহ হ্রাস পেল, পাপী হৃদয়ে স্বর্গের আলো উদ্ভাসিত হ'ল, আল্লাহর যিকর ও রসূলের (দঃ) পবিত্র নাম আর 'কালাল্লাহ' এবং 'কালার রসূল' সূচিত বাণী দিগ্‌বিদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল।

কিন্তু এর চাইতেও মহত্তর আকাঙ্খা আর বৃহত্তর পরিকল্পনা নবজীবনের এই বার্তাবাহকের হৃদয়ে বাসা বেঁধেছিল। পাক-হিন্দের মুসলিম সাম্রাজ্য তখন প্রধানতঃ দুই শক্তির মধ্যে বিভক্ত। বাংলার শেষ সীমা থেকে দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ ইংরেজের করতলগণ আর পাঞ্জাব ও সীমান্তের উপর শিখদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। পাঞ্জাবের মুসলমানদের উপর শিখ জালেমদের পৈশাচিক অত্যাচারের মর্মান্তিক কাহিনী পুনঃ পুনঃ আল্লামা ইসমাঈলের কানে আসতে লাগল। অন্তরের দুঃসহ বেদনায় তিনি ছটফট করতে লাগলেন। অবশেষে এই অন্তর্বেদনা তাঁকে ঘরের বাহির করল। অসম সাহসিক এই প্রাণচঞ্চল মর্দে মুমিন কাউকে কিছু না বলে গোপনে দিল্লী থেকে সিপাহী লেবাসে বেরিয়ে পড়লেন। শিখ কবলিত পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকা পূর্ণ দু'বৎসর াল ঘুরে স্বচক্ষে ইসলামের বেইজ্জতি, মুসলানদের উপর অকথ্য নির্য্যাতন, ধর্মীয় কর্তব্য ালনে তাদের অসহায় অবস্থা এবং মসজিদের অবমাননা তিনি দেখে এলেন (তারাজামে ওলামায়ে হাদীস, হিন্দ ঃ ৮৫ পৃষ্ঠা)। মনের দুঃখে তূষের আগুনের মত তিনি জ্বলতে লাগলেন আর প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা ছাড়া এর প্রতিকারের দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। তিনি উপলব্ধি করলেন মুসলিম জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ এবং জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হলে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং সর্বশ্রেণীর আস্থাশীল নেতার প্রয়োজন। সে নেতাকে হতে হবে একদিকে আধ্যাত্মিক গূঢ় তত্ব সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল, মহৎ-আচরণ, উদার চরিত্র ও আকর্ষণীয় গুণাবলীর অধিকারী, অপরদিকে যুদ্ধ পরিচালনা, শাসন ক্ষমতা, বাস্তবতাবোধ এবং মানবীয় চরিত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। আল্লাহর ফজলে তিনি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে আল্লামা আবদুল আযীয সাহেবের অন্যতম প্রিয় ছাত্র, রায় বেরেলীর সৈয়দ বংশের উজ্জ্বল রত্ন, টঙ্কের প্রাক্তন সেনানী মওলানা সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সংবাদ পেলেন। তিনি কিছুদিন থেকে দিল্লীতেই অবস্থান করছিলেন। আল্লামা ইসমাঈল মওলানা আবদুল আযীয সাহেবের জামাতা প্রজ্ঞাশীল আলেম মওলানা আবদুল হাই সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে আকবরাবাদী মসজিদে সাক্ষাৎ করলেন (১৮১৯ খৃঃ)। তাঁকে এবার দেখে (পূর্বেও তাঁর সঙ্গে ছাত্র অবস্থায় সাক্ষাৎ ঘটেছিল) এবং আলাপ আলোচনা করে তাঁর চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং নিগূঢ় আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় লাভে তিনি মুগ্ধবিস্ময়ে তাঁর প্রতি এক চুম্বক-আকর্ষণে আকৃষ্ট হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে-নেতৃত্বের চিন্তায় তিনি হয়রান পেরেশান ছিলেন ইনি সেই নেতৃত্ব দানের যোগ্যতম পাত্র। মওলানা ইসমাঈল ও মওলানা আবদুল হাই তাঁর হাতে বয়আত হলেন। দেশের দুই প্রথিতযশা শ্রেষ্ঠ আলেম মওলানা সৈয়দ আহমদের হাতে বয়আত হওয়ার সংবাদ দিল্লীর প্রতি প্রান্তে ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চতুষ্পার্শ্বে বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ল। হাজার হাজার লোক এসে বয়আতের জন্য ভিড় জমাতে লাগল। সৈয়দ সাহেব উঁচু দরের আলেম না হলেও ধর্মের গূঢ় তত্ব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে কামালিয়াত হাসেল করেছিলেন। কথিত আছে শাহ ইসমাঈল তাঁর নিকট আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন পর্য্যায়ের জ্ঞান আহরণ করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। তিনি গুরুর প্রতি চিরদিন অটল ভক্তি হৃদয়ে পোষণ করতেন এবং সাগ্রহে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর খেদমত করতেন। কিন্তু তাই বলে অন্যায় এবং অনুচিত কাজ কোনদিন বরদাশত করতেন না। একদা বিশেষ কারণে সৈয়দ সাহেবের ফজরের জামাতে যোগদান করতে বিলম্ব ঘটে যায়। শাহ শহীদ এই ত্রুটির জন্য তাঁর গুরুকে নির্ভয়ে কৈফিয়ত তলব এবং শক্ত কথা বলতে ছাড়েন নি। লা-জওয়াব সৈয়দ সাহেব প্রকাশ্যে তাঁর তেজস্বী শিষ্যের নিকট মার্জনা চেয়ে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। Shah Ismail Shaheed —a warrior-scholar of Nineteenth Century by Dr Mohammad Baqir M. A. Ph D.)

শাহ ইসমাঈল শহীদ তাঁর আধ্যাত্মিক গুরুকে সঙ্গে নিয়ে প্রচার অভিযানে বের হয়ে পড়লেন। সমাজদেহে জিহাদী জোশ উৎপাদন, নিস্পন্দ প্রাণে কর্ম-চাঞ্চল্য ও যৌবন-জল-তরঙ্গ সৃষ্টি এবং সর্বশেষ লক্ষ্যরূপে পাক-ভারতে সত্যিকার ইসলামী খেলাফতের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁদের মনের আসল আকাঙ্খা। তাঁরা দিল্লী থেকে সদলবলে রওয়ানা হয়ে বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম ক'রে লক্ষ্ণৌ, রায়বেরেলী, পাটনা প্রভৃতি হয়ে কলকাতায় শুভাগমন করলেন (১৮২০ খৃঃ, ১লা শওয়াল, ১২৩৬ হিঃ)। এই দেশব্যাপী সফরে তাঁরা জামাত সংগঠন এবং সঙ্গে সঙ্গে জিহাদের জন্য প্রেরণা সঞ্চার করলেন। মওলানা ইসমাঈল শহীদের অগ্নিবর্ষী ভাষণ আর সৈয়দ সাহেবের ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক আকর্ষণ মুসলিম সমাজে সৃষ্টি করল এক অপূর্ব আত্মিক বিপ্লব আর আনয়ন করল এক অশ্রুতপূর্ব রাজনৈতিক জাগরণ। এই জাগরণ পাক-হিন্দে কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইলাহী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার এক দুর্দমনীয় আকাঙ্খা জনমনে সঞ্চারিত করল।

মওলানা শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস এ সময়ে বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত। ইতিপূর্বে তিনি ভারতকে দারুল-হরব বলে ঘোষণা করেন এবং জিহাদের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

মওলানা আবদুল আযীয সাহেবের নির্দেশক্রমে এই প্রচারক ও সংস্কারক বাহিনী হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা-মদীনা রওয়ানা হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। সৈয়দ সাহেব তাঁর দল বল সহ কলকাতার মিসরীগঞ্জ মসজিদে ৩ মাস অবস্থান করেন। এই সময় মওলানা ইসমাঈল শহীদ নিয়মিত ভাবে তাঁর প্রচার অভিযান অব্যাহত রাখেন। এই সময় বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত অসংখ্য লোক সৈয়দ সাহেবের কাছে বয়আত হন। ৩ মাস কলকাতায় অবস্থানের পর সৈয়দ সাহেব ১১টি নৌকা ভাড়া করে পুরুষ, মহিলা এবং শিশু বালক সমেত চার শত অনুগামী সহ হজ্জের উদ্দেশে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং ১২৩৭ হিঃ ২৮শে শাবান (১৮২১ খৃঃ) জেদ্দা হয়ে মক্কায় পৌঁছেন।

www.ahlehadeethbd.org

মক্কা, মদীনা এবং জেদ্দায় মওলানা সৈয়দ আহমদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদ ১৪ মাস অবস্থান করেন এবং হেজাজ, মিসর, সিরিয়া, বাইজানটাইন, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের আলেম ফাজেলগণের সহিত মূলাকাত ও মতবিনিময়ের সুযোগ পান। (Shah Ismail Shaheed P P 29 & 30)। মক্কা নগরীর গবর্ণর আহমদ পাশার সৌজন্যে সৈয়দ সাহেব তাঁর সহযাত্রীদের মদীনা পর্যন্ত ভ্রমণের জন্য সরকারী খরচে ১২০টি উষ্ট্র প্রাপ্ত হন। তাঁদের বৎসরাধিক কাল অবস্থান কালে সৈয়দ সাহেবের প্রধান পুস্তক—সেরাতে মুস্তাকীম আরবীতে অনূদিত হয়ে মক্কা ও মদীনার বিদ্বৎসমাজে বিতরিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমাগত বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর এক বৃহদংশের উপর সৈয়দ সাহেব প্রভাব বিস্তারে ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণে আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। (সাওয়ানিহ আহমদীর বরাতে ডক্টর আবদুল বারীর প্রবন্ধ "সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর রাজনীতি", তর্জুমানুল হাদীস, দশম বর্ষ, ২৮ পৃষ্ঠা)।

ডব্লিউ ডব্লিউ হাণ্টার তাঁর বিদ্বেষ দুষ্ট "The Indian Musalmans" গ্রন্থে সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম সৈয়দ আহমদ শহীদকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সংস্কারক মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের একজন গোঁড়া ও ধর্ম্মোন্মত্ত শিষ্যরূপে চিত্রিত করেন। পাক ভারতে জিহাদ পরিচালনা ও ইসলামী সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রেরণা তাঁর মনে হেজাজ ভ্রমণের পরেই উদ্দীপিত হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। তারপর সমস্ত ইংরেজ লেখক এবং তাদের দেখাদেখি পাক-ভারতের অনেক মুসলমান লেখকও এই ভ্রমাত্মক ধারণার উপর ভিত্তি করে মহান মুজাহিদ আন্দোলনকে ভারতীয় ওয়াহহাবী আন্দোলনরূপে আখ্যায়িত করেছেন এবং আজও করে চলেছেন। পাশ্চাত্য হতে প্রকাশিত সমস্ত Encyclopedia এবং বাংলা বিশ্বকোষেও এই ভুলের উপর ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এমন কি Encyclopaedia of Islam এ আহলে হাদীসদিগকে ভারতীয় ওয়াহহাবীরূপে পরিচয় প্রদান করা হয়েছে।

কিন্তু এ ধারণা যে একান্ত ভ্রান্তির উপর দণ্ডায়মান এবং বৃটিশের সাম্রাজ্য-স্বার্থের খোদ গরজেই যে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক ভাবে উদ্ভাবিত হয়েছিল ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক সত্য-সন্ধানী লেখকগণ তা উদ্ঘাটিত করেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ইতিহাস ও কৃষ্টি বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বারী ডি ফিল এ সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ গবেষণার ফল 'A compartive study of the Early Wahhabi Doctrines and the Contemporay Reform Movements in Indian Islam' শীর্ষক থিসিসে এ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তারই ভিত্তিতে লিখিত The politics of sayyid Ahmad Bareilwi প্রবন্ধে তিনি বলেন ঃ

"বালাকোটের দুর্ঘটনার পূর্ব্বে পর্যন্ত ভারত সরকারের প্রেরিত চিঠি পত্র ও সমসাময়িক বিবরণীতে সংস্কারপন্থীগণ 'ধর্মোন্মত্ত', 'গাজী' এবং 'মুজাহিদ' রূপেই উল্লিখিত হয়েছেন। কিন্তু কুত্রাপি ওয়াহ্ হাবীরূপে অভিহিত হন নি।.....ওয়াহ্হাবীদের দৃষ্টান্তেই সৈয়দ সাহেব জিহাদ পরিচালনায় অনুপ্রাণিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হয়েছিলেন অথবা হজব্রত পালনের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি জিহাদ সম্পর্কিত তাঁর ভাবধারার সূত্র প্রকাশ করেছিলেন--এই দাবীও ইতিহাসের কষ্টি পাথরে অচল। সংস্কার-পন্থীদের জিহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধ আর যাই হোক ওয়াহ্হাবীদের কিতাল বা যুদ্ধের সঙ্গে তার কোনই সামঞ্জস্যই নেই। মূলতঃ প্রকৃতপক্ষে সক্রিয় পন্থার অনুসারী দুই আন্দোলনই সং-গ্রামের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেও তাদের মধ্যে এই সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান ছিল যে, ওয়াহ্হাবীরা যেখানে স্বধর্ম্মের নীতিত্যাগী মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন এবং সেই সংগ্রামকে 'কিতাল' নামে অভিহিত করেছিলেন সেখানে সংস্কারপন্থীগণ প্রধানতঃ অমুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং সে যুদ্ধকে 'জিহাদ' রূপে বিশেষিত করেছিলেন। ওয়াহহাবীদের কিতালের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদিগকে সত্য ধর্মের অবিকৃত অনুশাসনের প্রতি অনুরাগী এবং কড়াকড়িভাবে অনুসারী হতে বাধ্য করা· ····অপরপক্ষে সংস্কার-পন্থিগণ জিহাদকে ইসলামের একটি স্বাধীন অনুষ্ঠানরূপেই প্রচার করেন এবং এ সম্পর্কে তাঁদের রচিত পুস্তকাদিও জিহাদের ফজিলতে ভরপুর।

"প্রকৃত প্রস্তাবে শাহ ওয়ালিউল্লাহর রাজনৈতিক রচনাবলী এবং আরও প্রত্যক্ষ ভাবে শাহ আবদুল আযীয কর্তৃক ভারত বর্ষকে দারুল-হরবরূপে ফতোয়া প্রদানের ঘোষণা তাঁদের অনুপ্রেরণার প্রকৃত উৎস।··· সংস্কারপন্থিগণ পবিত্র নগরী সমূহের উদ্দেশ্যে তীর্থ যাত্রার বহু পূর্বেই হিজরত এবং জিহাদের কথা গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। শিখ কর্তৃক মুসলিম নির্যাতনের সংবাদ তাঁদের অন্তরে গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। হজের জন্য যাত্রা প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকেই সূচিত করে মাত্র।

"···ইহা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ যে, মক্কায় অবস্থানকালে সৈয়দ সাহেব ওয়াহ্হাবী অথবা অন্য কোন দলের ধারণা ও মতবাদ ধার কিম্বা গ্রহণ করার পরিবর্তে নিজের মতবাদ প্রচারের দিকেই সচেষ্ট হয়েছিলেন। সেরাতে মুস্তাকীমের আরবী অনুবাদই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সৈয়দ সাহেবের মতবাদ সম্পর্কে একথা যথার্থই বলা হয়েছে যে, "তাঁর ধর্মীয় অথবা রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে এমন কিছুই ছিল না যা শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং শাহ আবদুল আযীয পূর্বেই বলে যান নি। লেনিন যেরূপ কার্লমার্ক্সের রচনা ও বাণীকে বাস্তবরূপ দিয়ে গিয়েছেন, সৈয়দ সাহেবও তেমনি শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং শাহ আবদুল আযীযের মতবাদকে রূপায়িত করেছেন।" (Islamic culture, April 1957 Hoiderabad, Deccan)।

মুজাহিদ আন্দোলনের অন্য-নিরপেক্ষতা ও স্বকীয়তার স্বরূপ উপলব্ধির জন্যই নমুনা স্বরূপ উপরোক্ত প্রমাণ ও অভিমত উধৃত করা হল। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে প্রমাণপঞ্জীর অভাব নেই। যাহোক আল্লামা ইসমাঈল এবং মওলানা সৈয়দ আহমদ চৌদ্দ মাস আরবে অবস্থানের পর বোম্বাই হয়ে নৌকাযোগে পুনরায় কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং এখানে পুনঃ দু মাস অবস্থান করেন। শাহ ইসমাঈল ১২৩৯ হিজরীর ১৯শে শাবান (১৮২৩ খৃঃ) প্রায় তিন বৎসর অনুপস্থিতির পর দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। নব উদ্যমে আবার তাঁর প্রচার অভিযান শুরু হয়। এবার বিরুদ্ধবাদীগণ তাদের তৎপরতা অত্যন্ত জোরদার করে তুলেন। প্রাচীন ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রচলিত পদ্ধতির অন্ধ অনুসারীগণ তাঁর পথে ভয়ানক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। এই বাধা তাঁর ধর্মীয় আবেগ ও অনুপ্রেরণা এবং কর্মচাঞ্চল্য আরও বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করল! তাঁর বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা বহুগুণ বর্ধিত হ'ল। তাঁর চূড়ান্ত পরিকল্পনা—জিহাদের প্রতি মুসলমানদের উৎসাহ আরও বেশী ক'রে উদ্দীপিত হ'ল।

১২৪১ হিঃ মুতাবেক ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ শহীদ, শাহ ইসমাঈল এবং আবদুল হাই দিল্লী থেকে ১০ | ১২ হাজার মুজাহিদ সহ থানেশ্বর, মালেরকোটলা, মামদোত, বাহওয়ালপুর, হায়দরাবাদ (সিন্ধু) ও শিকারপুর হয়ে ধাওর ও বোলান গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে ইয়াগিস্তানে গমন করলেন। পথিমধ্যে আরও বহু সংখ্যক মুজাহিদ ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের সঙ্গে যোগদান করলেন। বিপুল সংখ্যক উপজাতীয় লোকও এতে যোগদান করলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের বিবরণ অনুসারে এই সময় মুজাহিদদের সংখ্যা ১ লক্ষে পৌঁছেছিল। তারা ইয়াগিস্তান থেকে সমর্থন লাভের জন্য পিশিন, কান্দাহার এবং কাবুলে গমন করলেন। উপজাতীয় সর্দ্দার এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁদের নিকট আর্থিক সাহায্য পৌঁছতে লাগল। অবশেষে মুজাহিদ বাহিনী ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে পেশোয়ার সীমান্তে ইয়াগিস্তানের নওশেরায় আগমন করলেন। (হায়াতে তাইয়েরা : ১৬১ পৃঃ, Shah Ismail Shahid : ৩৪পৃঃ, তারজেমে উলামায়ে হাদীস, ৯৭ পৃঃ) নওশেরায় মুজাহিদ বাহিনী ত্রাণকর্তা রূপে অভ্যর্থিত হলেন। অল্প আয়াসেই ইউসুফজাই পার্বত্য এলাকায় মুজাহিদ বাহিনীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল। অতঃপর আমিরুল মুমেনীন সৈয়দ আহমদ সুন্নত তরীকায় লাহোরে রণজিৎ সিং-এর নিকট কাসেদের মারফত চিঠি প্রেরণ করলেন। চিঠিতে যা লেখা হ'ল তার সারমর্ম এই : "মুসলমানদের উপর অত্যাচার বন্ধ কর। নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।" কাসেদ লাহোরে শিখ দরবার থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে এলেন। মুজাহিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ১০ হাজার শিখ সৈন্য প্রেরিত হ'ল এবং ১৮২৬ খৃঃ ২১শে ডিসেম্বর আকোড়া নামক স্থানে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। মওলানা ইসমাইল সিপাহসালার মনোনীত হলেন। সীমাবদ্ধ সাজ সরঞ্জাম সত্ত্বেও বহু সংখ্যক শিখ সৈন্যকে নিহত এবং জখম করে প্রথম জিহাদে ধর্ম্মযোদ্ধাগণ বিজয় লাভ করলেন : মুজাহিদগণের মধ্যে মাত্র ৩৭ জন শাহাদৎ বরণ করলেন আর ৩৫ জন জখম হলেন।

এর পর সুদীর্ঘ ৫ বৎসর পর্য্যন্ত পর পর ১০টি ধর্মযুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীকে শিখদের মুকাবেলা করতে হয়। অধিকাংশ যুদ্ধে বিজয় লাভের পর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে শিখদের সীমান্ত রাজধানী পেশোয়ার মুজাহিদ বাহিনীর করতলগত হয়। অতঃপর স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়। শরীঅতের হুকুম জারী এবং বেশরা কার্য্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যাকাত, ওশর, প্রভৃতি আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু মুসলমানদের দুঃখের অমানিশা পোহাতে আরও বহু দেরী ছিল। সম্মুখ সমরে ব্যর্থতা বরণের পর চতুর রণজিৎ সিং কুটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শরীয়তী বিধান জারি করায় খাহেশপরস্তদের অনেকেই অসু-

www.ahlehadeethbd.org

বিধায় পতিত হয়। রণজিৎ সিং উপজাতীয় সৈনিক এবং সরদারদের লোভ দেখিয়ে মুজাহিদ বাহিনীর ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। পেশোয়ারের শাসনের ভার যার উপর ন্যস্ত করা হয় তার বিশ্বাসঘাতকতা অবস্থাকে শেষ পর্য্যন্ত এমন পর্য্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয় যে, আমীর সৈয়দ আহমদ ও মওলানা ইসমাঈল অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীরের সংযোগ স্থলে অবাস্থিত বালাকোটের পাহাড় ঘেরা এক নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। কিন্তু হায়! সেখানেও কতিপয় অবাধ্য অনুচরের বিশ্বাঘাতকতায় শিখ সেনাপতি শের সিং তাদের অবস্থিতি এবং গোপন পথের সন্ধান পান। বিপুল সংখ্যক শিখ সৈন্যের অতর্কিত হামলায় বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে ক্ষতবিক্ষত দেহে বীর মুজাহিদ আল্লামা ইসমাঈল এবং আমিরুল মোমেনিন মওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে শাহাদতের আবেহায়াত পান করে আল্লাহর অনন্ত সান্নিধ্য লাভ করেন।

মওলানা সৈয়দ আহমদ আকবরাবাদীর ভাষায় এই সব যুদ্ধে সিপাহসালার মওলানা ইসমাঈল শহীদ দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা, আর যুদ্ধক্ষেত্রে অসম সাহসিকতা, অনুপম নির্ভীকতা এবং অতুলনীয় বীরত্বে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ, হায়দর-ই-কারার এবং তারিক বিন জায়েদের স্মৃতিকে জাগরিত করে তুলেন।

বালাকোটের এই অকল্পিত বিয়োগান্ত দুর্ঘটনার পর মুজাহিদ বাহিনী এবং মুসলিম জনসাধারণ কিছু কাল দুঃখ ও বেদনায় ছট ফট ক'রে এবং নৈরাশ্যের আঁধারে কাল কাটিয়ে আবার ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি-কণা থেকে জিহাদের অত্যুজ্জ্বল ও অনির্বাণ শিখা জ্বালিয়ে তোলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কতৃক পাঞ্জাব অধিকৃত হওয়ার পর নব গঠিত মুজাহিদ বাহিনী ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদের সিলসিলা শুরু করে দেন। মওলানা সৈয়দ নাছিরুদ্দীন (মৃত্যু ১৮৪০ খৃঃ), বীর মুজাহিদ হযরত মওলানা বেলায়েত আলী (মৃত্যু ১৮৫২ খৃঃ), তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা গাজী মওলানা এনায়েত আলী (মৃত্যু ১৮৫৮ খৃঃ), মওঃ বেলায়েত আলীর যোগ্য পুত্র মওলানা আবদুল্লাহ (মৃত্যু ১৯০২ খৃঃ) পর পর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে প্রবল প্রতাপান্বিত ভারতের বৃটিশ শক্তিকে পুনঃ পুনঃ যেভাবে নাজেহাল ও বিপর্য্যস্ত করে তোলেন--পাক-ভারতের আজাদীর ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

দীর্ঘ এক শত বৎসর এই আন্দোলনের তরঙ্গ যেভাবে পাক-ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ইসলাম-ভক্ত মুসলমানদিগকে আলোড়িত করে জান ও মাল অকাতরে বিলিয়ে দেওয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির খুব বেশী নেই। এ সংগ্রামে বাঙালী মুসলমানের অবদান, ত্যাগ ও বীরত্ব-প্রদর্শন পরম শ্লাঘার বিষয়। শুধু এক মহান আদর্শের রূপায়ণে নদী-মেখলা, শস্যশ্যামলা ও পাখীর গীত-গাওয়া এবং ছায়া ঢাকা জন্মভূমির মায়া মমতা চিরতরে বিসর্জন দিয়ে, পিতামাতা পুত্রকন্যা ও স্ত্রী পরিবারের স্নেহ বন্ধন ও প্রীতিডোরের শত আকর্ষণ ছিন্ন করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শত সহস্র মুক্তিপাগল বাঙালী বীর মুজাহিদ হাজার হাজার মাইল দূরে অজানা অচেনা পরিবেশে পাহাড়-পর্বতের বিপদ-সঙ্কুল পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাথরের দেশে শুষ্ক মাটিতে তাঁবু গেড়ে শুকনো রুটী খেয়ে বীর বিক্রমে সংগ্রাম চালিয়েছেন আর দেহের প্রচুর তাজা রক্ত ঢেলেছেন, অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে লক্ষ লক্ষ লোক ইংরেজের চক্ষে ধূলি দিয়ে প্রতি বছর প্রতি মওসুমে প্রয়োজনীয় অর্থ আর নওজোয়ানদের ট্রেনিং দিয়ে সীমান্তের মুজাহিদ ঘাটিতে প্রেরণ করেছেন।

এই ত্যাগপূত ইতিহাসের বীরত্ব গাথা এবং অমর কথা আজও সঠিক ভাবে সংগৃহীত হয় নি। এ ইতিহাসের উপকরণ ও মাল মসলা ছড়িয়ে আছে 'বৃটিশ ভারতের' বহু দলিল দস্তাবেজে, রাজকীয় বহু মামলা মোকদ্দমার নথিপত্রে, হস্ত লিখিত ও মুদ্রিত, বাজেয়াপ্ত ও দুস্প্রাপ্য পুঁথি পুস্তকের ছিন্ন পত্রে আর জিহাদে অংশ গ্রহণকারী মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধ এবং মৃত গাজী ও শহীদদের আত্মীয়স্বজনের মুখে মুখে। ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় এই সব উপকরণ সংগ্রহ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইতিহাস বিভাগ, সরকারী অর্থে পরিচালিত বিভিন্ন একাডেমী, এসিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান এবং জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (বি এন আর) এর ন্যায় প্রতিষ্ঠানগুলো এদিকে সুনজর প্রদান করলে জাতীয় ইতিহাসের বহু অমূল্য উপকরণ এখনও সংগৃহীত হতে পারে। আমরা উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বিশেষ করে শেষোক্ত সংস্থার অক্লান্ত কর্মী ডাইরেক্টরের বিশেষ মনোযোগ এই ব্যাপারের প্রতি আকর্ষণ করছি।

www.ahlehadeethbd.org

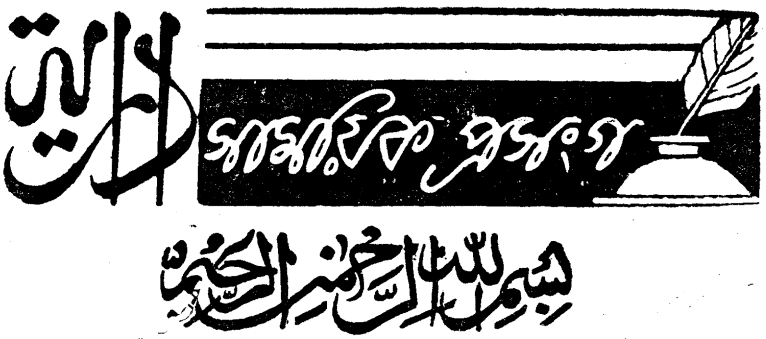

নির্বাচন প্রসংগ

পাকিস্তানের সংবিধান নূতন করিয়া রচনার উদ্দেশ্যে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা হইতে চলিয়াছে। তাই পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি কর্মমুখর ও চঞ্চল—না, বরং উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ রাজনীতি আর সব নেশার মত যেমন-তেমন নেশা নয়। ইহা একটি বিকট ধরণের নেশা। অতীতে দেখা গিয়াছে, এই নেশায় একবার যাহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল তাহারা অনায়াসে প্রচুর ধনসম্পদ লাভের আশায় মাঠে মাঠে সাইকেল ঠেলিয়া শরীর খোয়াইতে এবং অতি কষ্টে অর্জিত ধন উদার হস্তে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ফলে, তাহাদের কেহ কেহ নির্বাচনী বৈতরণী পার হইতে অক্ষম হইয়া অথৈ পাথারে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। সর্বস্বান্ত হইয়া পথের ফকীরও বনিয়াছেন। কিন্তু তবুও তাহাদের অনেকেরই ঐ নেশার ঘোর কাটে নাই। তাই বলিতেছিলাম, এ নেশা বড় বিকট নেশা—পতন-মরণেও এ নেশার শেষ হয় না। এই নেশাতে বিভোর হইয়া রাজনৈতিক নেতাদের অনেকে এক দিকে যেমন লম্ফ-ঝম্ফ করিতেছেন, হুমকি দিতেছেন, হুংকার ছাড়িতেছেন এবং সত্য-মিথ্যা, বাস্তব-অসম্ভব যাহা খুশী বোল ঝাড়িতেছেন, ভোল বদলাইতেছেন তেমনি অপর-দিকে তাঁহারা দুধে-ভাতে কলা চটকাইয়া জনসাধারণের নাশ্‌তার ব্যবস্থা করার কথা বলিতে গিয়া তাহাদিগকে নাস্তা-নাবুদ করিতেছেন; ডাল-ভাতের সাথে মাছ-গোশ্‌ত মাখাইয়া শাহবাগ-পূর্বাণী-কন্টিনেন্টালে তাহাদিগকে ডিনার খাওয়াইবার স্বপ্ন দেখাইতেছেন; দোতলা, তিনতলা, বহুতলা বাড়ীগুলির মালিক ও বসবাসকারীদিগকে বাহির করিয়া দিয়া তাহাদিগকে যাযাবর বানাইবার এবং তাহাদের জায়গায় ফুটপাথে রাত্রি যাপনকারী ও ভাড়া দিয়া রেল-লাইনের পাশের কুঁড়েঘরগুলিতে অবস্থানকারী-দিগকে বিনা ভাড়ায় পুনর্বাসনের পরিকল্পনা শুনাইতেছেন। কোন দল পনেরো বিঘার খাজানা মাফ করিতে চাহিলে দ্বিতীয় দল বিশ বিঘার, তৃতীয় দল পঁচিশ বিঘার খাজানা মাফ করিয়া দিতে চাহিতেছেন। একদল মাসিক সর্বনিম্ন ১২৫৲ টাকা বেতন দিতে চাহিলে, দ্বিতীয় দল ১৫০৲ টাকা তৃতীয় দল ১৫৫৲ টাকা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিতে চাহিতেছেন। কী কারবার রে বাবা! ভাবি, দোতলা, তেতলার অধিবাসীরা কি জনগণের অন্তর্ভুক্ত নয়? তাহাদিগকে কি তবে ফুটপাথে এবং কুঁড়েঘরে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে? তাহা হইলে আবার তো বর্তমান অবস্থাই ফিরিয়া আসিবে—শুধু হইবে পালাবদল মাত্র। বলি, নেতারা কি আমাদিগকে—আমাদের মত জনগণকে এতই নির্বোধ, এতই হিংসুক ও এতই পরশ্রীকাতর ঠাওরাইয়াছেন? জনগণের পক্ষ হইতে আমরা আমাদের এই নেতাদিগকে আবেদন নিবেদন জানাই, তাঁহারা হিংসা ও লোভের বাণী বর্ষণ হইতে ক্ষান্ত হউন; বাস্তবধর্মী প্রচারের আশ্রয় গ্রহণ করুন; অলীক আশা দিয়া আমাদিগকে আর বিভ্রান্ত করিবেন না। আমাদের জন্য আর দরদ দেখাইবেন না। আমরা অতীতের অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি যে, আমাদের নেতাদের মাত্র দুই একজন বাদে সকলের নীতি হইতেছে, সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকেই মোরা **নিজের** তরে।

নির্বাচন প্রসংগে সংবাদপত্র—স্বয়ং নেতাদের এবং তাঁহাদের কর্মীদের (?) হুমকী-হামকী ও হুংকার-গর্জনে সংবাদপত্রগুলি তাহাদের পবিত্র নীতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। ফলে, তাহাতে প্রায়শঃ বিকৃত বিবরণ এবং কখনো কখনো অসত্য বিবরণ প্রকাশ করা হইতেছে। সংবাদপত্রগুলির ব্যয় বহন করি প্রধানতঃ আমরা সর্বসাধারণ খরিদ্দারের দল অথচ তাহারা আমাদেয় নুন খাইয়া কোন না কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের গুণ গাহিবার পেশা গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে। কোন কোন রাজনৈতিক দলের নিজস্ব সংবাদপত্র না থাকায় তাহাদের কথা যথাযথভাবে প্রকাশ হয় না দেখিয়া এই ১৯৭০ সালেই নূতন নূতন সাপ্তাহিক ও দৈনিকের জন্ম হইয়াছে। শুনিতেছি আরো দৈনিক নাকি শীঘ্রই বাহির হইবে। এইজন্য আমরা সংবাদপত্রকে মোটেই অপরাধী ও দোষী বলিব না। কারণ অতীতে আমরা দেখিয়াছি যে, দল বিশেষের মত সমর্থন না করার অথবা সে সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকার ফলে ঐ দলের কর্মীগণ একাধিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সব কিছুকে লাল ঘোড়ার দৌড়ের মাঠে পরিণত করিয়া ছারখার করিয়া ফেলিয়াছেন। স্বাধীন মতামতের বাহন আমাদের সংবাদপত্রগুলিকে যদি আমাদের তথাকথিত গণতন্ত্র-পূজারীদের রোষানলে জ্বলিয়া ভস্ম হইবার আশঙ্কায় নিজেদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করা হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়, তবে আমরা জিজ্ঞাসা করিব ইহাই কি তাঁহাদের বহু বিঘোষিত গণতন্ত্র? ইহা কি নেতাদের নিজেদের ও তাঁহাদের কর্মীদের স্বেচ্ছাতন্ত্র নয়? ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান যদি ডিক্‌টেটরী শাসন চালাইয়া থাকেন তবুও তাহা ছিল মাত্র একজনেরই শাসন; কিন্তু সামনে দেখিতেছি 'বহু'র ডিক্‌টেটরী শাসনের মহড়া। ঝড়ের বদলে দেখিতেছি ঘূর্ণিঝড়ের আবর্ত সৃষ্টির প্রবল তোড়জোড়। আল্লাহ ভরসা।

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রাদি

গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি পরিভাষাগুলির তাৎপর্য প্রথমে বর্ণনা করিয়া পরে এই সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি। তন্ত্রের অর্থ অনেক কিছুই হয়; তবে এই সব পরিভাষায় তন্ত্রের

www.ahlehadeethbd.org

অর্থ হইতেছে 'শাসন পদ্ধতি'। আর এখানে 'গণ' বলিয়া পাকিস্তানের সকল ও প্রত্যেক অধিবাসীকে বুঝানো হয়। এই হিসাবে গণ-তন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায়ঃ পাকিস্তানের যাবতীয় **ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বুদ্ধিমান নির্বোধ দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা।** এই ধরণের শাসন ব্যবস্থার বাস্তবরূপ কি পৃথিবীর কোনও দেশে সত্য সত্যই আছে? ইহাকে বাস্তবে পরিণত করা কি সম্ভব? ইহা কি একটি নিছক কাল্পনিক ব্যাপার নয়? ইহা বাস্তব সত্য যে, পৃথিবীর কোনও দেশে বা কোনও রাষ্ট্রে কোন কালেই শাসন ব্যবস্থা পরিচালন ব্যাপারে অশিক্ষিত নির্বোধদিগকে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় নাই এবং এখনও দেওয়া হয় না। বড় জোর তাহাদিগকে এত-টুকুই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা কোন কোন শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে ভোট দিয়া ছাড়িয়া দিবে। অতঃপর ঐ শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ নিজেদের খুশী খেয়াল মতে শাসন ব্যবস্থা চালাইয়া যাইবে। ইহাকে কি গণতন্ত্র আখ্যা দেওয়া সঙ্গত হইবে? কস্মিনকালেও নহে। তারপর শাসন ব্যবস্থা পারিচালন ব্যাপারে ধনী ও গরীবের অংশ গ্রহণের কথা। শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই শাসন ব্যবস্থা পরিচলনা করিবার যোগ্যতার দাবী করিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এই দুই গুণের অধিকারীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে না। শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণকারীকে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ, নীতিবান, সচ্চরিত্র ও ধার্মিক হইতে হইবে। কারণ, শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে এই গুণগুলি যদি না থাকে তাহা হইতে সে যদি ধনী হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে গরীবদের অভাব অভিযোগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের যেমন সম্ভাবনা আছে, শুধু সম্ভাবনাই নয়, কত-কটা নিশ্চয়তা রহিয়াছে, তদ্রূপ সে যদি গরীব হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে ধনসম্পদ সংগ্র-হের লোভে অত্যাচারী অনাচারী হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনাও যথেষ্ট রহিয়াছে। অধিকন্তু সে গরীব হইবার কারণে ধনীর নিকট হইতে ধন লাভ করিয়া গরীবের স্বার্থ বিরোধী কাজ করিতে মোটেই দ্বিধা বোধ করিতে পারে না। কাজেই বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি সচ্চ-রিত্র, ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক না হয়, তাহা হইলে তাহারা ধনী হইয়া গরীব-দরদী হওয়ার যত দাবীই করুক আর গরীব হইয়া যতই দরিদ্র-সহায় হওয়ার দাবী করুক তাহাদের নিকট হইতে জনগণ কোনই মংগল লাভের আশা করিতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে স্পষ্ট দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের রূপ শেষ পর্যন্ত মুষ্টিমেয় লোকের উদরতন্ত্রেই পর্যবসিত না হইয়া যাইবে না।

দ্বিতীয়তঃ গণতন্ত্রের বুলি কপচাইবার পূর্বে প্রমাণ করিতে হইবে যে, পাকিস্তানের 'গণ' ভোটারেরা প্রত্যেকেই শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখে। কাজেই 'গণ' এর প্রত্যেকটি সভ্যকে অবশ্যই শিক্ষিত হইতে হইবে এবং শাসন-ব্যবস্থা বুঝিবার জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। পাকিস্তানের অধিবাসীগণ সকলে ও প্রত্যেকে এখনও 'গণ' পদ বাচ্য হইবার যোগ্য হয় নাই। কাজেই এই রাজ্যে 'গণতন্ত্র' একটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমা-দের শতকরা আশি জনেরও বেশী লোকই যেখানে এখনও 'গণ' হইতে পারি নাই, সেখানে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইহা নিশ্চিত বাস্তব সত্য যে, আমরা 'গণেরা' আমাদের মুষ্টিমেয় নেতাদের সত্য মিথ্যা সকল ভাঁওতাকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বিভ্রান্ত হইয়া ফিরিতেছি এবং এই ভাবেই ফিরিতে থাকিব। নির্বাচন শেষ হইবার পরে হয় তো আমাদের কেহ কেহ সত্যের সন্ধান পাইয়া 'হা হতোহস্মি!' 'তাওবা, তাওবা' করিতে থাকিবেন। কিন্তু আমাদের অধিকাংশই দেখিবেন যে, তাহারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রহিয়াছে অথবা আরো ঘনীভূত তিমিরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা দেখিবেন, মাত্র কয়েকজন লোক 'গণতন্ত্রের' গদী দখল করিয়া 'স্বেচ্ছাতন্ত্র' কায়িম করিয়া বসিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ ভালই হউক আর মন্দই হউক 'গণভোটে নির্বাচন' যখন বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে তখন তো 'গণতন্ত্র' পাইয়াই গেলাম। তবে আবার ইহা লইয়া এই গগন-বিদারী চীৎকার-হুংকার ও আসমান-ফাটা আওয়ায তোলা হইতেছে কেন?

আমরা যে এখনও 'গণ' শ্রেণীভুক্ত হইতে পারি নাই তাহার বহু প্রমাণ আমাদের নিকট আছে। এককালে আমাদের এই 'গণ' সর্দারেরা 'গণ' সিংহাসনে উপবিষ্ট দেশ প্রতিনিধিকে হত্যা করিয়া 'গণ' এর মর্যাদা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ঐ অপকর্মের দরুন আমরা 'গণ' দিগকে সামরিক আঈনের কবলে পড়িতে হইয়াছিল। সম্প্রতি উহার ঠিক বিপরীত পদ্ধতিতে আমরা 'গণ' মর্যাদা হারাইয়াছি। এই বারে 'গণ' সিংহাসনে উপবিষ্ট প্রতিনিধি হুজুর তিন তিন জন 'গণ' সর্দারকে একরকম গলা ধাক্কা দিয়াই গণ' রাজ্যের কেন্দ্রীয় ভবন হইতে বাহির করিয়া দেন। 'গণ' রাজের এই অপকর্মের প্রতিক্রিয়ায় এইবার আমাদের 'গণ' দিগকে সামরিক আঈনের কবলে পড়িতে হইয়াছে। তাই ভাবি, 'গণতন্ত্র চাই' বলিয়া আমরা কোন্ মুখে আস্ফালন করি। ঐতিহাসিক দার্শনিকগণ বলেন, (History repeats itselt) ইতিহাসের একই ব্যাপার বারংবার ঘটিয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য এই যে, যে সব কারণে যে পরিবেশে ও যে অবস্থায় কোন ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে সেই সব কারণ সেই পরিবেশ ও সেই অবস্থা যখনই ঘটিবে তখনই অনুরূপ ঘটনাটি ঘটিবেই ঘটিবে। আমাদের 'গণ' ও আমাদের নেতারা 'যথা পূর্বম্ তথা পরম্' রহিয়াছেন। কাজেই এই 'গণের' ভোটে এই সব নেতারা নির্বাচিত হইবার পর আবার 'গণতন্ত্রের' অবমাননা করা হইবে; 'গণতন্ত্র' দলিত, মথিত ও পর্যুদস্ত হইবে; 'গণতন্ত্র' স্বেচ্ছাতন্ত্রে পরিণত হইবে। ফলে, ইহার পরে 'সামরিক আঈন' হয় তো আর কায়িম হইবে না। কিন্তু আমাদের গণদিগকে হয় তো অসহায় অবস্থায় ঐ নেতাদের চরণে বলি দেওয়া হইবে।

এমত অবস্থায় জনগণের কর্তব্য এই যে, পাকিস্তানে গণতন্ত্রের নামে যে দলগুলি তাহাদের আসুরিক বল প্রয়োগ দ্বারা জনগণের প্রতি নিধিত্ব মূলক সরকার দখল করিবার হুমকি দিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে এখনই রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ক্ষমতায় না আসিয়াই যাহারা সর্বত্র স্বেচ্ছাচার ও গুণ্ডামী যোগে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের ভোট আদায়ের চেষ্টা করিতেছে তাহাদের এই কার্য কলাপ দেখিয়া আমাদের জনগণকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে,

www.ahlehadeethbd.org

ইহারা ক্ষমতায় আসিলে নিজেদের মরযী মত যাহা খুশী করিয়া চলিবে। ফারসীতে একটি প্রবাদ আছে, 'গুর্‌বাহ কুশ্‌তান শাবে আওওাল' অর্থাৎ বিড়ালকে প্রথম রাত্রেই আঘাত করিয়া তাহার স্বভাব সংশোধন করা উচিত। বাঁধে সামান্য ছিদ্র বা ফাটল দেখা দিলে দুই চারি কোদাল মাটি দিয়া উহা বন্ধ করা যায়, কিন্তু ঐ ছিদ্রকে অবহেলা করিয়া বাড়িতে দিলে বাঁধের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়। আমাদের 'গণের' শতকরা অন্ততঃ আশি ভাগ যে পর্যন্ত যথার্থ ভাবে শিক্ষিত না হইবে এবং আমাদের নেতাগণ যে পর্যন্ত উদার, পরমতে সম্মান প্রদর্শনকারী ও জনকল্যাণে জীবন কুরবানকারী না হইবেন সে পর্যন্ত 'গণতন্ত্র' পদ বাচ্য কোন তন্ত্রও আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং দেশে শান্তি শৃংখলাও আসিবে না। বিদেশীদের অনুকরণে গণতন্ত্র কায়িম করিতে হইলে বিদেশীদের শিক্ষার মান অর্জন করিতে হইবে। আমরা যাহারা কৌপিন সর্বস্ব—সেই আমরা যদি হাসিতে গিয়া সম্ভ্রান্ত জাতির অনুকরণ করিতে যাই তাহা হইলে আমাদিগকে আমাদের কৌপিনকেই রুমাল করিয়া মুখে দিয়া হাসিতে হইবে। তাই বলি, 'কুজোর সাধ হয়েছে চিৎ হয়ে শুতে।'

স্বায়ত্ত শাসন

কোন কোন রাজনৈতিক দলের নেতারা বর্তমান নির্বাচনী মওসমে 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 'গণকে' স্বায়ত্ত-শাসন দিবার স্বপ্নও দেখাইতেছেন। আমাদের 'গণের' মনে স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্ন জাগে, এই স্বায়ত্ত-শাসন কাহাদের দ্বারা পরিচালিত হইবে? গণের দ্বারা পরিচালিত স্বায়ত্ত-শাসন, না ঐ নেতাদের নিজেদের দ্বারা এবং তাঁহাদের সমর্থক পৃষ্ঠপোষক ভক্ত অনুরক্ত ছাত্র সংস্থা ও চেলা চামুণ্ডাদের দ্বারা পরিচালিত স্বায়ত্ত-শাসন? বর্তমানে পরিদৃশ্যমান অবস্থা দৃষ্টে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, ঐ দলগুলি ক্ষমতায় আসিলে তাহাদের 'কিংমেকার' ছাত্র সংস্থাগুলিই কার্যতঃ ও 'ডি-ফ্যাক্‌টো' স্বায়ত্ত শাসনের গদী দখল করিয়া বসিবে এবং ঐ গদীতে 'গণের' কোন অস্তিত্বই থাকিবে না। আর ছাত্র সংস্থাগুলির হাতে স্বায়ত্ত শাসন গিয়া পড়িলে উহার কি দুর্গতি হইবে তাহা তাহাদের বর্তমান স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা দেখিলেই বুঝিয়া উঠিতে বেগ পাইতে হইবে না।

ছাত্র সংস্থাগুলির মূল কেন্দ্র ও সর্বোচ্চ পরিষদ হইতেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হল পরিষদগুলি। এই হলগুলির খাদ্য-ব্যবস্থা পরিচালনার ভার আদি হইতেই ছাত্রদের উপর ন্যস্ত ছিল, এবং ছাত্রদের দ্বারা উহা পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল, আর হাউয টিউটারেরা উহার কোষাধ্যক্ষরূপে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। বর্তমানে অধিকাংশ হলে ছাত্রেরা তাহাদের এই একমাত্র স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ব্যাপারে চরমভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন। ফলে, অধিকাংশ হলেই স্বায়ত্ত-শাসিত ডাইনিং হল ব্যবস্থা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং ছাত্রদের খাদ্য সরবরাহের জন্য কন্‌ট্রাকটারী ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। এই সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পরিশেষে আমরা আমাদের 'গণের' খিদমতে এই উপদেশ খাইরাত করিতে চাই যে, তাঁহারা যেন দালালদের পাল্লায় পড়িয়া বিপথগামী না হন। বরং সব দিক ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া ধার্মিক নীতিবান পরার্থপর লোককে ভোট দিয়া নিজেদের মঙ্গল ও কল্যাণের ব্যবস্থা করেন।

www.ahlehadeethbd.org

আল্লামা সুলায়মান নদভী প্রণীত

এবং

আরাফাত-সম্পাদক কর্তৃক

অনূদিত

সোশিয়ালিজম

ও

ইসলাম

মূল্যঃ '৫০

ঃ প্রাপ্তিস্থানঃ

আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাব-
লিশিং হাউস

৮৬, কাজী আলাউদ্দীন রোড,
ঢাকা—২

তর্জুমানুল হাদীস

দুষ্প্রাপ্য পুরাতন কপি

২য় বর্ষঃ	৩য়	হইতে	১২শ	সংখ্যা	পর্যন্ত	মোট ১০	সংখ্যা	প্রতি সংখ্যা	'৫০
৩য় বর্ষঃ	১ম	,,	৪র্থ	,,	,,	,, ৪	,,	,, ,,	'৫০
৪র্থ বর্ষঃ	১ম	,,	৫ম	,,	,,	,, ৫	,,	,, ,,	'৫০
৫ম বর্ষঃ	৯ম	,,	১১শ	,,	,,	,, ৩	,,	,, ,,	'৫০
৮ম বর্ষঃ	২য়	,,	১২শ	,,	,,	,, ১১	,,	,, ,,	'৫০

তর্জুমানুল হাদীস

৯ম বর্ষ হইতে ১৫শ বর্ষ পর্যন্ত

বিরাট কনসেশন **অপূর্ব সুযোগ**

১০ম বর্ষের ১২শ সংখ্যা বাদ সমস্ত সংখ্যাই পাওয়া যাইবে

প্রতি সংখ্যা '৫০ পয়সার স্থলে মাত্র '২৫ পয়সা

প্রাপ্তিস্থানঃ

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২ ফোনঃ ২৪৫৪৯০

www.ahlehadeethbd.org

আরাফাত সম্পর্কে একটি আবেদন

বিদায় হজ্ব অন্তে জবাল আরাফাতের উপত্যকায় রসূলুল্লাহ (দঃ) ইসলামের যে সাম্য মৈত্রী ও ঐক্যের বাণী বুলন্দ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে আদর্শের মূলে সকল বিভেদ ও বৈষম্যকে জলাঞ্জলী দিয়া আজও মুসলিম জাতি মহীয়াণ গরীয়ান ও শক্তিদৃপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। মুসলিম সংহতির সেই বাণী বাঙলা ভাষাভাষী প্রতিটি ঘরে পৌঁছাইবার ব্রত পালন করিয়া চলিয়াছে—

মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

সাপ্তাহিক আরাফাত

এই আদর্শনিষ্ঠ পত্রিকাটি পাকিস্তানের জনগণকে পাকিস্তানের ঘোষিত আদর্শে অনুপ্রাণিত ও মহিমান্বিত করিতে চায়। প্রাদেশিক, শ্রেণীভিত্তিক, গোত্রীয় ও ভাষাগত সকল বৈষম্যকে চূর্ণ করিয়া ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ফির্কাবন্দীর সকল অহমিকা দূর করিয়া সকল তওহিদপন্থী জনতা ও নেতাকে এক অটুট ঐক্যসূত্রে ঐক্য জোটে বাঁধিতে চায়।

যারা এই আদর্শকে মনে প্রাণে ভালবাসেন উহার বাস্তব রূপায়ণ কামনা করেন তারা এই পত্রিকার গ্রাহক হউন, পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করুন এবং গ্রাহক বাড়াইবার ব্যবস্থা করুন, ইহা আপনাদের নৈতিক দায়িত্ব।

এজেন্টগণের জ্ঞাতব্য

আরাফাতের এজেন্টগণের অনেকের নিকটেই বহু টাকা বাকী পড়িয়া রহিয়াছে। অনেক তাকীদ করিয়াও বেশ কিছু সংখ্যক এজেন্ট এখনও সম্পূর্ণ টাকা শোধ করিতেছেন না। ইহার অন্যতম কারণ যারা তাদের নিকট হইতে পত্রিকা নেন তারা তাদের পাওনা নিয়মিত শোধ করেন না। সুতরাং তাদের নিকটেই আমাদের প্রথম আবেদন, মেহেরবানী পূর্বক আপনাদের নিকট এজেন্টের মাসিক সামান্য আমরা ইচ্ছা করিয়াই প্রাপ্য যথাসময় পরিশোধ করিবেন। অন্যান্য পত্রপত্রিকার ন্যায় কড়াকড়ি নিয়ম প্রবর্তন ও পালন করি নাই। কিন্তু এখন আমরা ঘোষণা করিতে বাধ্য যে, আমাদের উপায় নাই। আমরা এজেন্টগণের নিকট হইতে এক মাসের প্রাপ্য পরবর্তী মাসের শেষ তারীখের মধ্যে না পাইলে পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইব। এখন হইতে প্রতি মাসের বিল পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহেই পাঠান হইবে। ১৫ তারীখের মধ্যে টাকা আমাদের হস্তগত হইলে আমরা অতিরিক্ত শতকরা ৫ টাকা কমিশন দিব।

পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধি উৎসাহিত করার জন্য আমরা কমিশনের হার সংখ্যানুপাতে বৃদ্ধি করিলাম।

কমিশনের নয়া হার

৫ হইতে ২৫ কপি পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় শতকরা ২৫ টাকা, ২৬ হইতে ৫০ কপি পর্যন্ত শতকরা ৩০ টাকা, ৫১ হইতে ১০০ কপি পর্যন্ত শতকরা ৩৫ টাকা, ১০০ ও তদূর্ধে শতকরা ৪০ টাকা,

ইহার উপর প্রত্যেক মাসের বিল পরবর্তী মাসের ১৫ তারীখের মধ্যে পরিশোধ করিলে শতকরা আরোও ৫ টাকা কমিশন দেওয়া হইবে।

বিভিন্ন শহর বন্দরে এজেন্ট চাই

বর্তমানে আমাদের নিম্নলিখিত শহর বন্দর ও জনপদে আরাফাতের এজেন্ট রহিয়াছে ঃ

জিঃ রংপুর ঃ রংপুর, গাইবান্ধা, চাপাদহ, হারাগাছ, সেরুডাঙ্গা, বোনারপাড়া, জুমারবাড়ী, শটিবাড়ী, হাতিবান্ধা, পরশুরাম ও নজরমামুদ। **জিঃ রাজশাহী ঃ** রাজশাহী, চাপাই নওয়াবগঞ্জ ও পাঁশুরিয়া। **জিঃ দিনাজপুর ঃ** দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, বিরল। **জিঃ বগুড়া ঃ** বগুড়া, ফুলকোট, জামালগঞ্জ ও বানিয়াপাড়া। **জিঃ ময়মনসিংহ ঃ** ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শরিষাবাড়ী, ভৈরব ও বল্লা। **জিঃ খুলনা ঃ** খালেশপুর, ঝাউডাঙ্গা, পাইকগাছা। **অন্যান্য জিলা ঃ** পাবনা, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমারখালী (কুষ্টিয়া), মুড়াপাড়া (ঢাকা)।

অন্যান্য সহর বন্দর ও জনপদে এজেন্ট প্রয়োজন। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতিটি কপির জন্য ১'০০ করিয়া অগ্রিম জমা দিতে হইবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ম্যানেজার আরাফাত এর সহিত যোগাযোগ করুন।

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth May 1970 Regd No DA 59
Phone : 245490

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org